তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, ভগবান শ্রীহরির স্ব-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুরূপে আবির্ভাবের ফলে, তাঁর পিতা এবং মাতা তাঁকে ভগবান বলে জানতে পেরে তাঁকে বন্দনা করেন, এবং ভগবান একজন সাধারণ নরশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন বলে, তাঁরা কংসের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে নিয়ে যান।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী মাতা দেবকী এই জড় জগতের কোন রমণী নন। তাই ভগবান তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তি প্রকট করে যেন তাঁর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিষ্ণুরূপে ভগবানকে দর্শন করে বসুদেব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, এবং চিন্ময় আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি এবং দেবকী মনের দ্বারা ব্রাহ্মণদের দশ হাজার গাভী দান করেছিলেন। তারপর বসুদেব তাঁর পুত্রকে স্বয়ং ভগবান পরম পুরুষ, পরমব্রহ্ম, সর্বান্তর্যামী, বাহ্য এবং অভ্যন্তরে ভেদরহিত সর্বব্যাপ্ত জেনে তাঁর স্তব করেছিলেন। ভগবান সর্বকারণের পরম কারণ, এবং যদিও তিনি এই জড় জগতের স্রষ্টা, তবুও তিনি জড় জগতের অতীত। তিনি যখন পরমাত্মারূপে এই জগতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সর্বব্যাপ্ত (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*) হলেও তিনি চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালনের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিন গুণাবতাররূপে ভগবান আবির্ভূত হন। এইভাবে বসুদেব পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে তাঁর স্তব করেছিলেন। দেবকীও তাঁর পতির অনুগমনপূর্বক ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি বর্ণনা করে স্তব করেছিলেন। কংসের ভয়ে ভীত হয়ে এবং নাস্তিক ও অভক্তরা যাতে তাঁকে চিনতে না পারে, সেই জন্য তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর চতুর্ভুজ রূপ পরিহার করে একজন সাধারণ নরশিশুর মতো দ্বিভুজ রূপ প্রকট করেন।

ভগবান তাঁর অন্য দুই অবতারের কথা বসুদেব এবং দেবকীকে স্মরণ করিয়ে দেন, যখন তিনি তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি পৃষ্ণিগর্ভ এবং বামনদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং এখন তিনি তৃতীয়বার তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবান তখন কংসের

কারাগারে বসুদেব এবং দেবকীর বাসস্থান ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন এবং ঠিক সেই সময়ে যশোদার কন্যারূপে যোগমায়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যোগমায়ার আয়োজনে বসুদেব কারাগার ত্যাগ করে কংসের হাত থেকে শিশুটিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ মহারাজের গৃহে নিয়ে আসেন, তখন তিনি দেখেন যে, যোগমায়ার ব্যবস্থায় যশোদা এবং অন্য সকলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তিনি তখন যশোদার কোল থেকে যোগমায়াকে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে রেখে দেন। তারপর বসুদেব যোগমায়াকে তাঁর কন্যারূপে কংসের কারাগারে নিয়ে আসেন। যোগমায়াকে তিনি দেবকীর শয্যায় রেখে পূর্ববৎ বন্দী হয়েছিলেন। গোকুলে যশোদা স্মরণ করতে পারেননি তাঁর পুত্র হয়েছিল না কন্যা হয়েছিল।

শ্লোক ১-৫

শ্রীশুক উবাচ

অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ ।
যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্ ॥ ১ ॥
দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্মলোডুগণোদয়ম্ ।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা ॥ ২ ॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ ॥ ৩ ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত ॥ ৪ ॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্ ।
জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্ ॥ ৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—ভগবানের আবির্ভাবের সময়; **সর্ব**—সর্বত্র; **গুণ-উপেতঃ**—গুণ এবং শোভা সমন্বিত; **কালঃ**—অনুকূল সময়; **পরম-শোভনঃ**—সর্বমঙ্গলময় এবং সর্বতোভাবে অনুকূল; **যর্হি**—যখন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অজন-জন্ম-ঋক্ষম্**—রোহিণী নক্ষত্র; **শান্ত-ঋক্ষ**—সমস্ত নক্ষত্র শান্ত ছিল; **গ্রহ-**

তারকম্—এবং অশ্বিনী আদি গ্রহ ও তারকা; **দিশঃ**—সর্বদিক; **প্রসেদুঃ**—অত্যন্ত মঙ্গলময় এবং শান্ত প্রতীত হয়েছিল; **গগনম্**—নভোমণ্ডল বা আকাশ; **নির্মল-উড়ুগণ-উদয়ম্**—যাতে সমস্ত শুভ নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়েছিল; **মহী**—পৃথিবী; **মঙ্গল-ভূয়িষ্ঠ-পুর-গ্রাম-ব্রজ-আকরাঃ**—নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি এবং খনিসমূহ মঙ্গলময় এবং অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল; **নদ্যঃ**—নদী; **প্রসন্ন-সলিলাঃ**—জল নির্মল হয়েছিল; **হ্রদাঃ**—হ্রদ অথবা বিশাল জলাশয়ে; **জলরুহ-শ্রিয়ঃ**—সর্বত্র পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠেছিল; **দ্বিজ-অলিকুল-সন্নাদ-স্তবকাঃ**—কোকিল আদি পক্ষী এবং অলিকুল মধুর স্বরে গুঞ্জন করতে শুরু করেছিল, যেন তারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিল; **বন-রাজয়ঃ**—সবুজ বৃক্ষ-লতাও অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল; **ববৌ**—প্রবাহিত হয়েছিল; **বায়ুঃ**—বায়ু; **সুখ-স্পর্শঃ**—যার স্পর্শ সুখদায়ক; **পুণ্য-গন্ধ-বহঃ**—সুগন্ধে পূর্ণ; **শুচিঃ**—বিশুদ্ধ; **অগ্নয়ঃ চ**—এবং অগ্নি (যজ্ঞস্থানে); **দ্বিজাতীনাম্**—ব্রাহ্মণদের; **শান্তাঃ**—অবিচলিত, স্থির, শান্ত এবং স্নিগ্ধ; **তত্র**—সেখানে; **সমিন্ধত**—প্রজ্বলিত; **মনাংসি**—ব্রাহ্মণদের মন (যারা কংসের ভয়ে ভীত ছিল); **আসন্**—হয়েছিল; **প্রসন্নানি**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট এবং উদ্বেগশূন্য; **সাধূনাম্**—ব্রাহ্মণদের, যাঁরা সকলেই বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন; **অসুর-দ্রুহাম্**—যাঁরা কংস আদি অন্যান্য অসুরদের দ্বারা ধর্ম অনুষ্ঠানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; **জায়মানে**—জন্ম বা আবির্ভাব হওয়ার ফলে; **অজনে**—জন্মরহিত শ্রীবিষ্ণুর; **তস্মিন্**—সেই অবস্থায়; **নেদুঃ**—নিনাদিত হয়েছিল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **সমম্**—একসঙ্গে (স্বর্গলোক থেকে)।

অনুবাদ

তারপর ভগবানের আবির্ভাবের শুভক্ষণে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সত্ত্বগুণ, সৌন্দর্য এবং শান্তিতে পূর্ণ হয়েছিল। তখন রোহিণী, অশ্বিনী আদি নক্ষত্রগণ আবির্ভূত হয়েছিল। সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহ ও তারকাগণ শান্তভাব ধারণ করেছিল। সমগ্র দিক অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল এবং মেঘশূন্য আকাশে সুন্দর তারকারাজি ঝলমল করছিল। নগর, গ্রাম, খনি এবং গোচারণ ভূমির দ্বারা অলঙ্কৃত পৃথিবী তখন এক মঙ্গলময় রূপ ধারণ করেছিল। স্বচ্ছ জলে পূর্ণ হয়ে নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছিল, এবং হ্রদ আদি বিশাল জলাশয়গুলি পদ্মফুলে পূর্ণ হয়ে এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য ধারণ করেছিল। ফুল এবং পত্রে পূর্ণ মনোহর বৃক্ষগুলিতে কোকিল আদি বিহঙ্গ এবং অলিকুল মধুর স্বরে গুঞ্জন করছিল। পুণ্য গন্ধবাহী সুখস্পর্শ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা যখন তাঁদের যজ্ঞাগ্নি

প্রজ্বলিত করলেন, তখন সেই অগ্নি বায়ুর দ্বারা বিচলিত না হয়ে স্থিরভাবে জ্বলতে লাগল। এইভাবে যখন জন্মরহিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাবের সময় হল, তখন কংস আদি অসুরদের উৎপীড়নে নিপীড়িত সাধু এবং ব্রাহ্মণেরা অন্তরে প্রসন্নতা অনুভব করলেন, এবং তখন স্বর্গলোকে যুগপৎ দুন্দুভি বাজতে লাগল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তাঁর আবির্ভাব, জন্ম এবং কর্ম সবই দিব্য, এবং কেউ যখন তা যথাযথভাবে জানতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন। ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয় না। ভগবানের আবির্ভাবের তত্ত্ব পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—তিনি স্বেচ্ছায়, তাঁর খুশিমতো আবির্ভূত হন।

যখন ভগবানের আবির্ভাবের সময় হয়েছিল, তখন গ্রহ-নক্ষত্রগুলি অত্যন্ত শুভ হয়েছিল। রোহিণী নক্ষত্রের প্রভাব তখন প্রাধান্য লাভ করেছিল, কারণ এই নক্ষত্রটি অত্যন্ত শুভ। রোহিণী প্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণু থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মার তত্ত্বাবধানে বিরাজ করেন, এবং জন্মরহিত বিষ্ণুর জন্মের সময় তার আবির্ভাব হয়। জ্যোতির্গণনা অনুসারে নক্ষত্রের স্থিতি ছাড়াও বিভিন্ন গ্রহের স্থিতি অনুসারে শুভ এবং অশুভ লগ্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় সমস্ত গ্রহ আপনা থেকেই এমনভাবে অবস্থিত হয়েছিল যে, সব কিছুই তখন শুভ এবং মঙ্গলময় হয়ে উঠেছিল।

তখন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ—সব ক'টি দিকেই পরিবেশ শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শুভ নক্ষত্রগুলি আকাশে প্রকট হয়েছিল, এবং সমস্ত নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি এবং সকলের মনে তখন সৌভাগ্যের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছিল। নদীগুলি জলে পূর্ণ হয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, সরোবরগুলি পদ্মফুলে সুন্দরভাবে সুশোভিত হয়েছিল। বনগুলি সুন্দর পক্ষী এবং ময়ূরে পূর্ণ হয়েছিল। বনের সমস্ত পাখিরা তখন অত্যন্ত মধুর স্বরে গান গাইতে শুরু করেছিল এবং ময়ূর-ময়ূরী নাচতে শুরু করেছিল। ফুলের গন্ধ বহন করে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল, এবং শরীরের স্পর্শানুভূতি তখন অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছিল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা অনুভব করেছিলেন যে, তাঁদের গৃহ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। বিভিন্ন আসুরিক রাজাদের উৎপীড়নের ফলে ব্রাহ্মণদের গৃহে যজ্ঞাগ্নি প্রায় নির্বাপিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তাঁরা অনুভব করেছিলেন যেন শান্তিপূর্ণভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা

অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হওয়া মাত্রই তাঁদের মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কারণ ভগবানের আবির্ভাব ঘোষণা করে আকাশে যে দৈববাণী হচ্ছিল তা তাঁরা শ্রবণ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় সমগ্র বিশ্বে ঋতুর পরিবর্তন হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল ভাদ্র মাসে, কিন্তু তখন যেন বসন্তের আগমন হয়েছিল। পরিবেশ তখন সুশীতল হয়ে উঠেছিল এবং নদী ও জলাশয়গুলি ঠিক শরৎকালের রূপ ধারণ করেছিল। পদ্ম ও কুমুদ দিনের বেলায় ফোটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদিও মধ্যরাত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন পদ্ম ও কুমুদ বিকশিত হয়েছিল এবং তার ফলে ফুলের সৌরভ বহন করে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। কংসের উপদ্রবের ফলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ এবং সাধুরা শান্ত চিত্তে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারত না। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণেরা নিরুপদ্রবে তাঁদের প্রাত্যহিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। অসুরদের কাজ হচ্ছে সুর, ভক্ত এবং ব্রাহ্মণদের উৎপাত করা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় এই সমস্ত ভক্ত এবং ব্রাহ্মণেরা নিরুপদ্রব হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

জগুঃ কিন্নরগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
বিদ্যাধর্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং মুদা ॥ ৬ ॥

জগুঃ—মঙ্গলগীত গাইতে শুরু করেছিলেন; **কিন্নর-গন্ধর্বাঃ**—স্বর্গলোকের অধিবাসী কিন্নর এবং গন্ধর্বগণ; **তুষ্টুবুঃ**—স্তব করেছিলেন; **সিদ্ধ-চারণাঃ**—স্বর্গলোকের অন্য অধিবাসী সিদ্ধ এবং চারণগণ; **বিদ্যাধর্যঃ চ**—এবং স্বর্গলোকের অন্য আর এক শ্রেণীর অধিবাসী বিদ্যাধরগণ; **ননৃতুঃ**—আনন্দে নৃত্য করেছিলেন; **অপ্সরোভিঃ**—স্বর্গলোকের সুন্দরী নর্তকী অপ্সরাগণ; **সমম্**—সহিত; **মুদা**—পরম আনন্দে।

অনুবাদ

কিন্নর এবং গন্ধর্বরা মঙ্গলগীত গাইতে শুরু করেছিলেন, সিদ্ধ এবং চারণেরা স্তব নিবেদন করেছিলেন, এবং অপ্সরাগণ সহ বিদ্যাধরেরা আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৭-৮

মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্ ॥ ৭ ॥
নিশীথে তমউদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে ।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ৮ ॥

মুমুচুঃ—বর্ষণ করেছিলেন; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **সুমনাংসি**—অত্যন্ত সুন্দর এবং সুরভিত ফুল; **মুদা অন্বিতাঃ**—আনন্দিত হয়ে; **মন্দম্ মন্দম্**—ধীরে ধীরে; **জল-ধরাঃ**—মেঘ; **জগর্জুঃ**—গর্জন করেছিল; **অনুসাগরম্**—সাগরের তরঙ্গের ধ্বনি অনুকরণ করে; **নিশীথে**—গভীর রাত্রে; **তমঃ-উদ্ভূতে**—যখন গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল; **জায়মানে**—অবতীর্ণ হবার উপক্রম করলে; **জনার্দনে**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **দেবক্যাম্**—দেবকীর গর্ভে; **দেব-রূপিণ্যাম্**—ভগবান রূপে (*আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ*); **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **সর্ব-গুহাশয়ঃ**—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান; **আবিরাসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **যথা**—যেমন; **প্রাচ্যাম্ দিশি**—পূর্বদিকে; **ইন্দুঃ ইব**—পূর্ণচন্দ্রের মতো; **পুষ্কলঃ**—সর্বতোভাবে পূর্ণ।

অনুবাদ

দেবতা এবং ঋষিরা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন, এবং আকাশে মেঘেরা সমুদ্রের তরঙ্গের ধ্বনির অনুকরণে মন্দ মন্দ গর্জন করতে লাগল। তখন সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান শ্রীবিষ্ণু পূর্বদিকে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এই শ্লোকটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পরিকরেরা চিন্ময় তত্ত্ব (*আনন্দচিন্ময়রস*)। শ্রীকৃষ্ণের পিতা, মাতা, গোপসখা, গাভী এবং অন্য সমস্ত

বিস্তার, সকলেই চিন্ময় তত্ত্ব যা *ব্রহ্মবিমোহন-লীলায়* বর্ণিত হবে। ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব পরীক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের গোপসখা এবং গোবৎসগণ হরণ করেছিলেন, তখন ভগবান বহু গোপবালক এবং গোবৎসরূপে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন, যাঁদের ব্রহ্মা বিষ্ণুমূর্তিরূপে দর্শন করেছিলেন। দেবকীও শ্রীকৃষ্ণেরই বিস্তার, এবং তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে—*দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।*

ভগবানের আবির্ভাবের সময় মহর্ষি এবং দেবতারা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। সমুদ্রের তীরে তখন তরঙ্গের মৃদুমন্দ গর্জন শোনা যাচ্ছিল এবং আকাশে মেঘেরাও তখন আনন্দিত হয়ে গর্জন করেছিল।

যখন এইভাবে সমস্ত আয়োজন হয়েছিল, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি গভীর রাত্রির অন্ধকারে দেবী-স্বরূপিণী দেবকীর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেই আবির্ভাবকে পূর্ব দিগন্তে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কেউ প্রতিবাদ উত্থাপন করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, তখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় সম্ভব নয়। তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন; তাই সেই রাত্রে চন্দ্র অপূর্ণ থাকলেও, তাঁর বংশে ভগবানের আবির্ভাবের ফলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে, চন্দ্র তখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র আনন্দে পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কোন কোন শ্লোকে *দেবরূপিণ্যাম্* শব্দটির পরিবর্তে *বিষ্ণুরূপিণ্যাম্* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, দেবকীর রূপ ভগবানেরই মতো চিন্ময়। ভগবান *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ* এবং দেবকীও *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*। তাই *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ* ভগবানের দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়ে কোন ত্রুটি দর্শন করা যায় না।

যারা পূর্ণরূপে অবগত নয় যে, ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব দিব্য (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*), তারা কখনও কখনও বিস্মিত হয় যে, ভগবান একজন সাধারণ শিশুর মতো জন্মগ্রহণ করতে পারেন। সে যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের জন্ম সাধারণ নয়। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে বিরাজমান। এইভাবে যেহেতু তিনি তাঁর পূর্ণ শক্তিসহ দেবকীর হৃদয়ে বিরাজমান ছিলেন, তাই তিনি তাঁর দেহের বাইরেও আবির্ভূত হতে পারেন।

দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম হচ্ছেন ভীষ্মদেব (*স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো*

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

এবমনুশাস্যাত্মজান্ স্বয়মনুশিষ্টানপি লোকানুশাসনার্থং মহানুভাবঃ পরমসুহৃদ্ভগবানৃষভাপদেশ উপশমশীলানামুপরতকর্মণাং মহামুনীনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং পারমহংস্যধর্মমুপশিক্ষমাণঃ স্বতনয়শতজ্যেষ্ঠং পরমভাগবতং ভগবজ্জনপরায়ণং ভরতং ধরণিপালনায়াভিষিচ্য স্বয়ং ভবন এবোর্বরিতশরীরমাত্রপরিগ্রহ উন্মত্ত ইব গগনপরিধানঃ প্রকীর্ণকেশ আত্মন্যারোপিতাহবনীয়ো ব্রহ্মাবর্তাৎ প্রবব্রাজ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **অনুশাস্য**—উপদেশ দিয়ে; **আত্ম-জান্**—তাঁর পুত্রদের; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অনুশিষ্টান্**—সুশিক্ষিত; **অপি**—যদিও; **লোক-অনুশাসন-অর্থম্**—মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **মহা-অনুভাবঃ**—মহাপুরুষ; **পরম-সুহৃৎ**—সকলের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; **ভগবান্**—ভগবান; **ঋষভ-অপদেশঃ**—যিনি ঋষভদেব নামে বিখ্যাত; **উপশম-শীলানাম্**—যাঁদের জড় সুখভোগের কোন বাসনা নেই; **উপরত-কর্মণাম্**—যাঁরা সকাম কর্মে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন; **মহা-মুনীনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **ভক্তি**—ভক্তি; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তি; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **পারমহংস্য**—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ; **ধর্মম্**—কর্তব্য; **উপশিক্ষমাণঃ**—উপদেশ দিয়ে; **স্ব-তনয়**—তাঁর পুত্রদের; **শত**—এক শত; **জ্যেষ্ঠম্**—জ্যেষ্ঠ; **পরম-ভাগবতম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত; **ভগবৎ-জন-পরায়ণম্**—ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের অনুগামী; **ভরতম্**—মহারাজ ভরত; **ধরণি-পালনায়**—পৃথিবী শাসনের উদ্দেশ্যে; **অভিষিচ্য**—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভবনে**—গৃহে; **এব**—যদিও; **উর্বরিত**—অবশিষ্ট; **শরীর-মাত্র**—দেহ মাত্র; **পরিগ্রহঃ**—স্বীকার করে; **উন্মত্তঃ**—উন্মাদ; **ইব**—সদৃশ; **গগন-পরিধানঃ**—আকাশকে তাঁর বসনরূপে গ্রহণ করে; **প্রকীর্ণ-কেশঃ**—আলুলায়িত কেশ; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **আরোপিত**—আরোপ করে; **আহবনীয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **ব্রহ্মাবর্তাৎ**—ব্রহ্মাবর্ত থেকে; **প্রববব্রাজ**—সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে সকলের পরম সুহৃৎ ভগবান ঋষভদেব লোকশিক্ষার জন্য তাঁর পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, যদিও তাঁরা সকলে সুশিক্ষিত ছিলেন। বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করার পূর্বে, পিতার পুত্রদের কিভাবে

মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্ ।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥ ১০ ॥

তম্—সেই; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **বালকম্**—শিশু; **অম্বুজ-ঈক্ষণম্**—কমলসদৃশ নয়ন সমন্বিত; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ; **শঙ্খ-গদা-আদি**—(তাঁর সেই চার হাতে) শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করে; **উদায়ুধম্**—বিভিন্ন অস্ত্র; **শ্রীবৎস-লক্ষ্মম্**—তাঁর বক্ষে বিশেষ রোমরাজি শোভিত শ্রীবৎস চিহ্ন, যা কেবল ভগবানের বক্ষেই দেখা যায়; **গল-শোভি-কৌস্তুভম্**—তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি, যা কেবল বৈকুণ্ঠলোকেই পাওয়া যায়; **পীত-অম্বরম্**—তাঁর পরণে পীত বসন; **সান্দ্র-পয়োদ-সৌভগম্**—শ্যাম জলধর বর্ণ সমন্বিত অত্যন্ত সুন্দর; **মহা-অর্হ-বৈদূর্য-কিরীট-কুণ্ডল**—তাঁর মুকুট, কর্ণকুণ্ডল মহামূল্যবান বৈদূর্যমণি খচিত; **ত্বিষা**—সৌন্দর্যের দ্বারা; **পরিষ্বক্ত-সহস্র-কুন্তলম্**—তাঁর অপরিমিত উজ্জ্বল কেশদাম; **উদ্দাম কাঞ্চী-অঙ্গদ-কঙ্কণ-আদিভিঃ**—তাঁর কটিতে উজ্জ্বল মেখলা, বাহুতে অঙ্গদ, হাতে বলয় ইত্যাদি; **বিরোচমানম্**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **বসুদেবঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব; **ঐক্ষত**—দর্শন করেছিলেন।

অনুবাদ

বসুদেব তখন দেখলেন যে, সেই নবজাত শিশুটির নয়নযুগল পদ্মের মতো, তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং গলদেশে কৌস্তুভমণি বিরাজমান। তাঁর পরণে পীত বসন, তাঁর অঙ্গকান্তি নিবিড় মেঘের মতো শ্যামল, তাঁর কেশদাম উজ্জ্বল এবং তাঁর মুকুট ও কর্ণকুণ্ডল বৈদূর্য-মণিচ্ছটায় অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল। সেই শিশুটি অত্যন্ত দীপ্তিশালী মেখলা, কেয়ূর, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারে শোভিত।

তাৎপর্য

অদ্ভুতম্ শব্দটির সমর্থনে নবজাত শিশুটির অলঙ্করণ এবং ঐশ্বর্য পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩০) বলা হয়েছে, *বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্*—ভগবানের সুন্দর রূপ বর্ষার জলভরা মেঘের মতো শ্যামল (*অসিত* শব্দের অর্থ 'শ্যামবর্ণ', এবং *অম্বুদ* শব্দের অর্থ 'মেঘ')। *চতুর্ভুজম্* শব্দটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কোন সাধারণ নরশিশু কখনও চতুর্ভুজ রূপে জন্মগ্রহণ করেনি। আর তা ছাড়া বড় বড় চুল নিয়ে কখন কোন শিশুর জন্ম হয়েছে? তাই ভগবানের আবির্ভাব সাধারণ নরশিশুর জন্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈদূর্যমণি, যার কান্তি কখনও নীল, কখনও হলুদ এবং কখনও লাল, তা বৈকুণ্ঠলোকে পাওয়া যায়। ভগবানের মুকুট এবং কর্ণকুণ্ডল এই বিশেষ মণির দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

শ্লোক ১১

স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং
সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা ।
কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমোঽস্পৃশন্
মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্ ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি (বসুদেব, যিনি আনকদুন্দুভি নামেও পরিচিত ছিলেন); **বিস্ময়-উৎফুল্ল-বিলোচনঃ**—ভগবানের সুন্দর রূপ দর্শনে বিস্ময়ে উৎফুল্ল নয়ন; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **সুতম্**—তাঁর পুত্ররূপে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব; **তদা**—তখন; **কৃষ্ণ-অবতার-উৎসব**—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবজনিত উৎসব; **সম্ভ্রমঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানকে স্বাগত জানাবার বাসনায়; **অস্পৃশৎ**—দান করেছিলেন; **মুদা**—পরম আনন্দে; **দ্বিজেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **অযুতম্**—দশ হাজার; **আপ্লুতঃ**—মগ্ন হয়ে; **গবাম্**—গাভী।

অনুবাদ

তাঁর অসাধারণ পুত্রটিকে দর্শন করে বসুদেবের নয়নযুগল বিস্ময়ান্বিত হয়েছিল। চিন্ময় আনন্দে মগ্ন হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসবে মনে মনে দশ হাজার গাভী ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

অসাধারণ পুত্রটি দর্শন করে বসুদেবের বিস্ময়ে উৎফুল্ল হওয়া, তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন। বসুদেব তাঁর নবজাত শিশুটিকে বহুমূল্য বসন এবং অলঙ্কারে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিভূষিত দেখে বিস্ময়ে কম্পিত হয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন—একজন

সাধারণ শিশুরূপে নয়, তাঁর চতুর্ভুজ স্বরূপে পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত হয়ে। তাঁর প্রথম বিস্ময় ছিল—কংসের কারাগারে, যেখানে বসুদেব এবং দেবকী বন্দী ছিলেন, সেখানে আবির্ভূত হতে ভগবান ভীত হননি। দ্বিতীয় বিস্ময়—ভগবান যদিও সর্বব্যাপ্ত পরমব্রহ্ম, তবুও তিনি দেবকীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তৃতীয় বিস্ময়—এত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করতে পারে। চতুর্থ বিস্ময়—ভগবান ছিলেন বসুদেবের আরাধ্যদেব, তবুও তিনি তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত কারণে বসুদেব চিন্ময় আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে এক ক্ষত্রিয়োচিত উৎসবের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কারাগারে বন্দী হওয়ার ফলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে তা করতে অসমর্থ ছিলেন, তাই তিনি মনে মনে সেই উৎসব উদ্‌যাপন করেছিলেন। এই মানসিক উৎসব এবং প্রত্যক্ষ উৎসবের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। কেউ যদি বাহ্যত ভগবানের সেবা করতে না পারেন, তা হলে তিনি তাঁর মনে মনে ভগবানের সেবা করতে পারেন। যেহেতু মনের ক্রিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির মতো, তাই তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একে বলা হয় অদ্বয়জ্ঞান। মানুষেরা সাধারণত পুত্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করে, তা হলে ভগবান যখন তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন, তখন বসুদেব কেন সেই উৎসব অনুষ্ঠান করবেন না?

শ্লোক ১২

অথৈনমস্তৌদবধার্য পূরুষং
পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং
বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ ॥ ১২ ॥

অথ—তারপর; **এনম্**—শিশুটি; **অস্তৌৎ**—বন্দনা করেছিলেন; **অবধার্য**—এই শিশুটি যে পরমেশ্বর ভগবান তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরে; **পূরুষম্**—পরম পুরুষ; **পরম্**—পরম; **নত-অঙ্গঃ**—অবনত হয়ে; **কৃত-ধীঃ**—একাগ্রচিত্তে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **স্ব-রোচিষা**—তাঁর স্বীয় সৌন্দর্যের জ্যোতির দ্বারা; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সূতিকা-গৃহম্**—যে স্থানে ভগবান জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **বিরোচয়ন্তম্**—চতুর্দিক আলোকিত করে; **গতভীঃ**—তাঁর সমস্ত ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল; **প্রভাববিৎ**—তিনি তখন ভগবানের প্রভাব জানতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

হে ভরতকুলনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ, বসুদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই শিশুটি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ। সেই সত্য নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তিনি নির্ভয় হয়েছিলেন, এবং অবনত শরীরে কৃতাঞ্জলি হয়ে একাগ্রচিত্তে স্বাভাবিক কান্তির দ্বারা সূতিকাগৃহ উজ্জ্বলকারী সেই বালককে স্তব করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে বসুদেব ভগবানের প্রতি তাঁর চিত্ত একাগ্র করেছিলেন। ভগবানের প্রভাব বুঝতে পেরে তিনি নির্ভয় হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান তাঁকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন (*গতভীঃ প্রভাববিৎ*)। ভগবানের উপস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে তিনি এইভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

শ্রীবসুদেব উবাচ

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ১৩ ॥

শ্রী-বসুদেবঃ উবাচ—শ্রীবসুদেব প্রার্থনা করেছিলেন; **বিদিতঃ অসি**—এখন আমি পূর্ণরূপে জানতে পেরেছি; **ভবান্**—আপনাকে; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **প্রকৃতেঃ**—জরা প্রকৃতির; **পরঃ**—অতীত; **কেবল-অনুভব-আনন্দ-স্বরূপঃ**—আপনার রূপ *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*, এবং যিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন, তিনিই চিন্ময় আনন্দে মগ্ন হন; **সর্ব-বুদ্ধি-দৃক্**—সর্বসাক্ষী, পরমাত্মা, সকলের বুদ্ধি।

অনুবাদ

বসুদেব বললেন—হে ভগবান! আপনি এই জড় জগতের অতীত পরম পুরুষ এবং পরমাত্মা। চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমি এখন পূর্ণরূপে আপনার স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি।

তাৎপর্য

বসুদেবের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের প্রতি স্নেহ এবং ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতির জ্ঞান উভয়ই জাগ্রত হয়েছিল। প্রথমে বসুদেব মনে করেছিলেন, "এমন সুন্দর একটি শিশুর

জন্ম হয়েছে, কিন্তু এখন কংস এসে তাঁকে হত্যা করবে।" কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই শিশুটি কোন সাধারণ শিশু ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, তখন তিনি নির্ভয় হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রকে সর্বতোভাবে অদ্ভুত পরমেশ্বর ভগবানরূপে জেনে, তিনি তাঁর উপযুক্ত প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। কংসের অত্যাচারের ভয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, তিনি সেই শিশুটিকে একাধারে তাঁর স্নেহের পাত্র এবং পূজার পাত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্ ।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **স্ব-প্রকৃত্যা**—আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*); **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **অগ্রে**—প্রথমে; **ত্রিগুণ-আত্মকম্**—প্রকৃতির তিনগুণ (সত্ত্ব-রজ-তমোগুণ) দ্বারা সৃষ্ট; **তৎ অনু**—তারপর; **ত্বম্**—আপনি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপ্রবিষ্টঃ**—আপনি যদিও প্রবেশ করেননি; **প্রবিষ্টঃ ইব**—মনে হয় যেন আপনি প্রবেশ করেছেন; **ভাব্যসে**—প্রতীত হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সেই পুরুষ যিনি প্রথমে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করে আপনি যেন তাতে প্রবেশ করেছেন বলে প্রতীত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে আপনি প্রবিষ্ট হননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৪) ভগবান স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"সত্ত্ব, রজ এবং তম এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা গঠিত। এইগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তবুও শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ হওয়ার ফলে, তিনি এই জড় জগৎ থেকে পৃথক। যাদের শুদ্ধ জ্ঞান নেই, তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ জড় তত্ত্ব এবং তাঁর দেহ আমাদের মতো জড়

(*অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই এই জড় জগৎ থেকে পৃথক। বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, সৃষ্টির তত্ত্ব মহাবিষ্ণু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। তিনি তাঁর অংশ মহাবিষ্ণুরূপে জড়া প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন, এবং তারপর প্রতিটি উপাদানে, এমন কি প্রতিটি পরমাণুতে পর্যন্ত ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। তাঁর সৃষ্টির এই প্রকাশ অনন্ত, যা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং প্রতিটি পরমাণুতে প্রকাশিত হয়।" গোবিন্দ তাঁর অংশ অন্তর্যামীরূপে এই জড় জগতে প্রবেশ করেন (*অণ্ডান্তরস্থ*) এবং প্রতিটি পরমাণুতেও বিরাজ করেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৮) আরও বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহাবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্রে শয়ন করেন এবং তিনি যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁর দেহের রোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। তারপর তিনি যখন নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন, তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, যেগুলি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ও বিলুপ্ত হয়।

মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি একটি সাধারণ শিশুর মতো সীমিত শক্তিসম্পন্ন হন। কিন্তু বসুদেব অবগত ছিলেন যে, ভগবান যদিও তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও তিনি দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেননি এবং সেখান থেকে নির্গত হননি। পক্ষান্তরে, ভগবান সর্বদাই সেখানে ছিলেন। ভগবান সর্বব্যাপ্ত। তিনি অন্তরে এবং বাইরে বিরাজমান। *প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে*। কেবল মনে হয় যেন তিনি দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন

এবং এখন বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বসুদেবের এই জ্ঞানের অভিব্যক্তি ইঙ্গিত করে যে, বসুদেব জানতেন কিভাবে সেই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল। বসুদেব যে পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, এবং তাঁর মতো ভক্তের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" বসুদেব ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি পূর্ণরূপে জানতেন ভগবান কিভাবে আবির্ভূত হন এবং অন্তর্হিত হন। তাই তিনি ছিলেন তত্ত্বদর্শী, কারণ তিনি স্বয়ং দেখেছিলেন যে, ভগবান তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বসুদেব অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলেন না। তাই তিনি মনে করেননি যে, ভগবান যেহেতু আবির্ভূত হয়েছেন, অতএব তিনি সীমিত হয়ে গেছেন। ভগবান অসীম এবং অন্তরে ও বাইরে সর্বব্যাপ্ত। এইভাবে তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাবের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শ্লোক ১৫-১৭

যথেমেঽবিকৃতা ভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ ।
নানাবীর্যাঃ পৃথগ্ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি ॥ ১৫ ॥
সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব ।
প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ ॥ ১৬ ॥
এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈ-
গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্গুণাগ্রহঃ ।
অনাবৃতত্বাদ্ বহিরন্তরং ন তে
সর্বস্য সর্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ ॥ ১৭ ॥

যথা—যেমন; **ইমে**—জড়া প্রকৃতি দ্বারা রচিত এই জড় সৃষ্টি; **অবিকৃতাঃ**—প্রকৃতপক্ষে পৃথগ্ভূত নয়; **ভাবাঃ**—এই প্রকার ধারণার দ্বারা; **তথা**—তেমনই; **তে**—

তারা; **বিকৃতৈঃ সহ**—মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদান সহ; **নানা-বীর্যাঃ**—প্রতিটি তত্ত্ব বিভিন্ন শক্তিতে পূর্ণ; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ভূতাঃ**—হয়ে; **বিরাজম্**—সমগ্র জগৎ; **জনয়ন্তি**—সৃষ্টি করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সন্নিপত্য**—চিন্ময় শক্তির সান্নিধ্যের ফলে; **সমুৎপাদ্য**—সৃষ্টি হওয়ার পর; **দৃশ্যন্তে**—প্রকট হয়; **অনুগতাঃ**—তাতে প্রবেশ করে; **ইব**—যেন; **প্রাক্**—এই জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বে, শুরু থেকেই; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বিদ্যমানত্বাৎ**—ভগবানের অস্তিত্বের ফলে; **ন**—না; **তেষাম্**—এই সমস্ত জড় তত্ত্বের; **ইহ**—এই সৃষ্টির বিষয়ে; **সম্ভবঃ**—প্রবেশ করা সম্ভব হত; **এবম্**—এইভাবে; **ভবান্**—হে ভগবান; **বুদ্ধি-অনুমেয়-লক্ষণৈঃ**—প্রকৃত বুদ্ধি এবং এই প্রকার লক্ষণের দ্বারা; **গ্রাহ্যৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্বারা; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসহ; **সন্ অপি**—সংস্পর্শ সত্ত্বেও; **তৎ-গুণ-অগ্রহঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের সংস্পর্শ রহিত; **অনাবৃতত্বাৎ**—সর্বত্র অবস্থিত হওয়ার ফলে; **বহিঃ অন্তরম্**—বাইরে এবং অন্তরে; **ন তে**—আপনার জন্য সেই রকম কিছু নেই; **সর্বস্য**—সব কিছুর; **সর্ব-আত্মনঃ**—আপনি সব কিছুর মূল; **আত্ম-বস্তুনঃ**—সব কিছুই আপনার, কিন্তু আপনি সব কিছুর বাহির এবং অন্তর।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব অবিভাজ্য, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের ফলে তা মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে বিভক্ত বলে মনে হয়। জীবশক্তির ফলে (জীবভূত), এই সমস্ত বিভক্ত শক্তিগুলি মিলিত হয়ে দৃশ্য জগৎকে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও মহত্তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। তাই, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কখনই সৃষ্টিতে প্রবেশ করে না। তেমনই, আপনি যদিও আপনার উপস্থিতির ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছেন, তবুও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, মনের দ্বারা অথবা বাণীর দ্বারা আপনাকে অনুভব করা যায় না (অবাঙ্মনসগোচর)। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কোন কোন বস্তু দর্শন করতে পারি, সব কিছু দর্শন করতে পারি না। যেমন, আমাদের চক্ষুর দ্বারা আমরা দর্শন করতে পারি, কিন্তু রস আস্বাদন করতে পারি না। তেমনই, আপনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত। যদিও আপনি জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে রয়েছেন, তবুও আপনি প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নন। আপনি সব কিছুর মূল কারণ, সর্বব্যাপ্ত, অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মা। তাই আপনি বাহ্য ও অন্তরশূন্য। আপনি কখনও দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেননি; পক্ষান্তরে, আপনি পূর্বেই সেখানে বিদ্যমান ছিলেন।

তাৎপর্য

এই একই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/৪) বিশ্লেষণ করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।"

ভগবান জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম, যশ, লীলা ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যিনি যথাযথভাবে সদ্গুরুর পরিচালনায় শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদনে রত, তাঁর কাছেই কেবল তিনি প্রকাশিত হন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।

ভগবানের প্রতি যাঁর চিন্ময় প্রেম বিকশিত হয়েছে, তিনি সর্বদা অন্তরে এবং বাইরে ভগবান গোবিন্দকে দর্শন করতে পারেন। তিনি সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হন না। *ভগবদ্গীতার* উপরোক্ত শ্লোকটিতে তাই বলা হয়েছে যে, যদিও তিনি সর্বব্যাপ্ত, যদিও তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তবুও তিনি জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আমরা যদিও তাঁকে দেখতে পাই না, তবুও সব কিছুই তাঁর আশ্রিত। *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, সমগ্র জড় জগৎ তাঁর দুটি শক্তি পরা এবং অপরা অর্থাৎ চিন্ময় ও জড় শক্তির সমন্বয়। সূর্যকিরণ যেমন সারা বিশ্ব জুড়ে ব্যাপ্ত, তেমনই ভগবানের শক্তিও সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে ব্যাপ্ত, এবং সব কিছুই সেই শক্তির আশ্রয়ে বিরাজ করে।

কিন্তু তা বলে মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই তাঁর সবিশেষ অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। সেই মতবাদ খণ্ডন করার জন্য ভগবান বলেছেন, "আমি সর্বত্র বিরাজমান এবং সব কিছুই আমার আশ্রয়ে অবস্থিত, তবুও আমি সব কিছু থেকে পৃথক।" যেমন, রাজার রাজ্য হচ্ছে রাজার শক্তির প্রকাশ; রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগগুলি রাজারই শক্তি, এবং সব কটি বিভাগই রাজার শক্তির উপর আশ্রিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজা স্বয়ং প্রতিটি বিভাগে উপস্থিত থাকবেন বলে কেউ আশা করে না। এটি একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। তেমনই, আমরা জড় জগতের যে প্রকাশ দর্শন করি, এবং জড় জগতে ও চিৎ-জগতে যা কিছু বিরাজমান, তা সবই ভগবানের শক্তির আশ্রয়ে আশ্রিত। ভগবানের বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের ফলে

সৃষ্টি হয়, এবং *ভগবদ্গীতাতে* উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি তাঁর প্রতিনিধি-স্বরূপ তাঁর বিভিন্ন শক্তির পরিব্যাপ্তির দ্বারা সর্বত্রই উপস্থিত রয়েছেন।

কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, যিনি কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারাই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনি বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হতে পারেন না। এই তর্ক খণ্ডন করার জন্য বসুদেব বলেছেন, "হে ভগবান, আপনি যে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ এই জড় জগতের সৃষ্টিও এইভাবেই হয়েছে। আপনি মহাবিষ্ণুরূপে কারণ সমুদ্রে শায়িত ছিলেন, এবং আপনার নিঃশ্বাসের ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তারপর আপনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন। তারপর আপনি আবার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। অতএব, বোঝা যায় যে, আপনি সেইভাবেই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন। মনে হয় যেন আপনি প্রবিষ্ট হয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি যুগপৎ সর্বব্যাপ্ত। জড় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা আপনার প্রবেশ এবং অপ্রবেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। মহত্তত্ত্ব ষোড়শ পদার্থে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও অবিকৃত থাকে। জড় দেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং বোম—এই পঞ্চমহাভূতের সমন্বয় ব্যতীত আর কিছু নয়। মনে হয় যেন জড় শরীরে এই উপাদানগুলি নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই উপাদানগুলি শরীরের বাইরে সর্বদাই বিরাজ করছে। তেমনই, আপনি যদিও একটি শিশুরূপে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও আপনি বাহিরেও বিরাজমান। আপনি সর্বদা আপনার ধামে নিবাস করেন, তবুও আপনি অনন্ত কোটিরূপে নিজেকে বিস্তার করে যুগপৎ বিরাজমান।

"আপনার আবির্ভাব গভীর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। কারণ জড় শক্তিও আপনার থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। আপনিই জড় শক্তির আদি উৎস, ঠিক যেমন সূর্যকিরণের উৎস সূর্য। সূর্যকিরণ যেমন কখনও সূর্যমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, আপনার থেকে উদ্ভূত জড় শক্তিও তেমনই আপনাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। মনে হয় যেন আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণ কখনই আপনাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। সেই কথা অত্যন্ত বুদ্ধিমান দার্শনিকেরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যদিও মনে হয় আপনি জড়া প্রকৃতির ভিতরে রয়েছেন, তবুও আপনি কখনই তার দ্বারা আচ্ছাদিত হন না।"

বেদের বাণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমব্রহ্ম তাঁর জ্যোতি প্রদর্শন করেন এবং তার ফলে সব কিছু প্রকাশিত হয়। *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। আর এই ব্রহ্মজ্যোতি থেকে সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতাতে* আরও বলা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির আশ্রয়। মূলত তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর মূল কারণ। কিন্তু নির্বোধ মানুষেরা মনে করে যে, ভগবান যখন এই জড় জগতে আসেন, তখন তিনি জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন। এই প্রকার সিদ্ধান্ত মোটেই পরিপক্ক নয়, তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনগড়া মতবাদ।

শ্লোক ১৮

য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি
ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং
সম্যগ্ যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্ ॥ ১৮ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **আত্মনঃ**—তার প্রকৃত পরিচয় আত্মার; **দৃশ্য-গুণেষু**—শরীর আদি দৃশ্য পদার্থকে; **সন্**—সেই স্থিতিতে অবস্থিত হয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **ব্যবস্যতে**—কর্ম করতে থাকে; **স্ব-ব্যতিরেকতঃ**—দেহটি যেন আত্মা থেকে স্বতন্ত্র; **অবুধঃ**—মূর্খ; **বিনা অনুবাদম্**—যথাযথ বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন বিনা; **ন**—না; **চ**—ও; **তৎ**—দেহ এবং অন্যান্য দৃশ্য বস্তু; **মনীষিতম্**—বিবেচনা করা হয়েছে; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **যতঃ**—যেহেতু সে একটি মূর্খ; **ত্যক্তম্**—পরিত্যক্ত; **উপাদদৎ**—দেহটিকে বাস্তব বলে মনে করে; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উৎপন্ন দেহ আদি দৃশ্য বস্তুকে আত্মা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, সে তার অস্তিত্বের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে অবগত নয়, এবং তাই সে একটি মূর্খ। যাঁরা বিজ্ঞ, তাঁরা এই প্রকার মনোভাব বর্জন করেছেন, কারণ পূর্ণরূপে বিবেচনা করে তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন যে, আত্মা বিনা দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অবাস্তব। মূর্খদের সিদ্ধান্ত যদিও পরিত্যাগ করা হয়েছে, তবুও মূর্খেরা তাকেই বাস্তব বলে মনে করে।

তাৎপর্য

আত্মা ব্যতীত দেহের উৎপত্তি হতে পারে না। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা তাদের রসায়নাগারে জীবন সৃষ্টি করার বহু প্রকার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা কেউই সফল হয়নি, কারণ আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত জড় উপাদান থেকে জীবন সৃষ্টি করা যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা যেহেতু দেহের রাসায়নিক উপাদানের মতবাদের দ্বারা মোহিত, তাই আমরা বহু বৈজ্ঞানিকদের অন্তত একটি ছোট্ট ডিম তৈরি করতে আহ্বান জানিয়েছি। ডিমের রাসায়নিক উপাদানগুলি অনায়াসে পাওয়া যায়। ডিমের শ্বেত অংশ রয়েছে এবং পীত অংশ রয়েছে, এবং সেগুলি একটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সেগুলি অনায়াসে নকল তৈরি করতে পারে। কিন্তু তারা এই প্রকার একটি ডিম তৈরি করলেও এবং তা তাপ প্রদানকারী যন্ত্রে রাখলেও, এই মনুষ্যকৃত কৃত্রিম ডিমটি থেকে কখনই একটি মুরগির জন্ম হবে না। আত্মা বিনা রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে জীবন সৃষ্টির কোন প্রশ্নই ওঠে না। যারা মনে করে যে, আত্মা ব্যতীত জীবন সম্ভব, তাদের এখানে *অবুধঃ* বা মূর্খ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, আবার কিছু মানুষ রয়েছে, যারা দেহটিকে মিথ্যা বলে মনে করে তাকে অস্বীকার করতে চায়। তারাও একই রকম মূর্খ। দেহটিকে অস্বীকারও করা যায় না, আবার বাস্তব বলে স্বীকারও করা যায় না। বাস্তব বস্তু হচ্ছেন ভগবান, আর দেহ এবং আত্মা দুটিই ভগবানের শক্তি। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪-৫) বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।"

আত্মার যেমন ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, দেহটিরও তেমনই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু এই দুটি ভগবানেরই শক্তি, তাই তার কোনটিই মিথ্যা নয়, কারণ তারা উভয়েই ন বাস্তব বস্তু থেকে এসেছে। যে ব্যক্তি জীবনের

এই রহস্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তাকে *অবুধঃ* বলে বর্ণনা করা হয়। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, *ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—সব কিছুই পরম ব্রহ্ম। তাই, দেহ এবং আত্মা উভয়েই ব্রহ্ম, কারণ জড় পদার্থ এবং চেতন আত্মা উভয়ই ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

বৈদিক সিদ্ধান্ত না জেনে, কিছু মানুষ জড়া প্রকৃতিকে বাস্তব বলে মনে করে, এবং অন্যরা আত্মাকে বাস্তব বস্তু বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম হচ্ছেন বাস্তব বস্তু। ব্রহ্ম সর্বকারণের কারণ। এই জগতের উপাদান এবং কারণ হচ্ছেন ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আমরা স্বতন্ত্রভাবে এই সমস্ত উপাদানগুলি তৈরি করতে পারি না। অধিকন্তু, যেহেতু জড় জগতের উপাদান এবং কারণ উভয়েই ব্রহ্ম, তাই তারা উভয়েই সত্য; *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*, এই ধরনের বাণীর কোন ভিত্তি নেই। জগৎ মিথ্যা নয়।

জ্ঞানীরা জগৎকে মিথ্যা বলে মনে করে ত্যাগ করে, আর মূর্খেরা এই জগৎকে সত্য বলে মনে করে। এইভাবে তারা উভয়েই ভ্রান্ত। দেহ যদিও আত্মার মতো মহত্ত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু তা বলে আমরা দেহটিকে মিথ্যা বলতে পারি না। দেহটি যদিও অনিত্য, তবুও আত্মজ্ঞান রহিত মূর্খ জড়বাদীরা এই অনিত্য দেহটিকে বাস্তব বলে মনে করে দেহটি সাজাতে ব্যস্ত হয়। দেহটিকে মিথ্যা বলে মনে করা এবং দেহটিকে সর্বস্ব বলে মনে করা, এই উভয় ভ্রান্তিই দূর হতে পারে যদি মানুষ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়। আমরা যদি এই জগৎটিকে মিথ্যা বলে মনে করি, তা হলে আমরা অসুর পর্যায়ভুক্ত হই, এবং অসুরেরা বলে যে এই জগৎ অসত্য এবং তার নিয়ন্তাস্বরূপ ভগবান নেই *(অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্)*। *ভগবদ্গীতার* ষোড়শ অধ্যায়ে অসুরদের বর্ণনা করে সেই কথা বলা হয়েছে।

শ্লোক ১৯

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে
ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ ॥ ১৯ ॥

ত্বত্তঃ—আপনার থেকে; **অস্য**—সমগ্র জগতের; **জন্ম**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **সংযমান্**—এবং সংহার; **বিভো**—হে প্রভু; **বদন্তি**—তত্ত্বজ্ঞানী বৈদান্তিকেরা বলেন;

অনীহাৎ—চেষ্টা রহিত; **অগুণাৎ**—প্রাকৃত গুণবর্জিত; **অবিক্রিয়াৎ**—আপনার চিন্ময় স্থিতিতে যারা বিকার রহিত হয়ে অবস্থান করছেন; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **ঈশ্বরে**—ভগবান; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্ম; **ন**—না; **বিরুধ্যতে**—বিরোধ হয়; **ত্বৎ-আশ্রয়ত্বাৎ**—আপনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে; **উপচর্যতে**—আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের ক্রিয়ার দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান, বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ এবং নির্বিকার আপনার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্য হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ আপনাতে কোন বিরোধ নেই। যেহেতু জড়া প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তম আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সব কিছু আপনা হতেই সম্পাদিত হয়।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

ভগবানের করণীয় কিছু নেই, এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন, কারণ সব কিছুই তাঁর বিবিধ পরাশক্তির দ্বারা স্বাভাবিকভাবে এবং সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/৮) সৃষ্টি, পালন এবং সংহার ভগবানই স্বয়ং সম্পাদন করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে *(ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্)*। তবুও ভগবানের কিছুই করণীয় নেই এবং তাই তিনি *নির্বিকার*। যেহেতু সব কিছুই তাঁর পরিচালনায় সম্পাদিত হয়, তাই তাঁকে বলা হয় *সৃষ্টিকর্তা*। তেমনই তিনি সংহারকর্তাও। প্রভু যখন এক স্থানে বসে থাকেন, তখন তাঁর ভৃত্যরা বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে, এবং ভৃত্যরা যা কিছুই করে তা চরমে প্রভুরই কার্য, যদিও তিনি কিছুই করছেন না *(ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে)*। ভগবানের শক্তি এমনই অসংখ্য যে, সব কিছুই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। তাই তিনি স্বভাবতই স্থির এবং সরাসরিভাবে এই জগতের কোন কিছুর কর্তা নন।

শ্লোক ২০

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া
বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং
কৃষ্ণং চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে ॥ ২০ ॥

সঃ ত্বম্—চিন্ময় স্বরূপ সেই আপনি; **ত্রি-লোক-স্থিতয়ে**—স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল এই তিন লোকের পালনের জন্য; **স্ব-মায়য়া**—আপনার নিজের শক্তির দ্বারা (*আত্মমায়য়া*); **বিভর্ষি**—ধারণ করেন; **শুক্লম্**—সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর শুভ্ররূপ; **খলু**—ও; **বর্ণম্**—বর্ণ; **আত্মনঃ**—বিষ্ণুতত্ত্ব; **সর্গায়**—সমগ্র জগতের সৃষ্টির জন্য; **রক্তম্**—রজোগুণের রক্তবর্ণ; **রজসা**—রজোগুণ সহ; **উপবৃংহিতম্**—আবিষ্ট; **কৃষ্ণম্ চ**—এবং তমোগুণ; **বর্ণম্**—বর্ণ; **তমসা**—অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন; **জন-অত্যয়ে**—সমগ্র সৃষ্টির বিনাশের জন্য।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার স্বরূপ জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অতীত, তবুও ত্রিলোক পালনের জন্য আপনি সত্ত্বগুণে শ্রীবিষ্ণুর শুক্লরূপ ধারণ করেন; সৃষ্টির জন্য রজোগুণবহুল রক্তবর্ণ হন এবং প্রলয়ের সময় তমোগুণবহুল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন।

তাৎপর্য

বসুদেব ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "আপনাকে *শুক্লম্* বলা হয়। *শুক্লম্* বা 'শ্বেতবর্ণ' পরম সত্যের প্রতীক, কারণ তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নয়। ব্রহ্মাকে বলা হয় রক্ত, কারণ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা রজোগুণের দ্যোতক। তমোগুণের দায়িত্ব শিবকে দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি বিশ্ব সংহার করেন। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আপনার শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়, তবুও আপনি কখনও এই সমস্ত গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না।" *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ*—ভগবান শ্রীহরি সর্বদাই সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত। এই কথাও বলা হয়েছে যে, ভগবানের রজ এবং তমোগুণ নেই।

এই শ্লোকে যে শুক্ল, রক্ত এবং কৃষ্ণ—এই তিনটি বর্ণের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয় উপলব্ধ রঙের দ্যোতক বলে মনে না করে সত্ত্বগুণ,

রজোগুণ এবং তমোগুণের দ্যোতক বলে বুঝতে হবে। একটি হাঁসের গায়ের রঙ সাদা, কিন্তু সে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। *বকান্ধ-ন্যায়* অনুসারে, বক এতই মূর্খ যে, সে একটি বৃষের অণ্ডকোষকে একটি ঝুলন্ত মৎস্য বলে মনে করে তার পিছনে ধাবিত হয়, এবং মনে করে, যে কোন মুহূর্তে সেটি পড়ে গেলেই তুলে নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে বক সর্বদাই তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। তবে, বৈদিক শাস্ত্রের প্রণেতা ব্যাসদেবের গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে, তিনি তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন; পক্ষান্তরে, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত সত্ত্বগুণের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। কখনও কখনও এই সমস্ত বর্ণগুলি *(শুক্লরক্তস্তথাপীতঃ)* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের বোঝায়। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, শিবের বর্ণ শুভ্র এবং ব্রহ্মার বর্ণ রক্ত, কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর *বৈষ্ণবতোষণী-টীকা* অনুসারে, এই সমস্ত বর্ণগুলির প্রদর্শন এই প্রকার অভিব্যক্তির জন্য এখানে করা হয়নি।

শুক্ল, রক্ত এবং কৃষ্ণের প্রকৃত জ্ঞান এই প্রকার—ভগবান সর্বদাই চিন্ময়, কিন্তু সৃষ্টি করার জন্য তিনি ব্রহ্মারূপে রক্তবর্ণ ধারণ করেন। আবার, কখনও কখনও ভগবান ক্রুদ্ধ হন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) তিনি বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর এবং নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি।" অসুরদের বিনাশ করার জন্য ভগবান ক্রুদ্ধ হন এবং তাই তিনি রুদ্ররূপ ধারণ করেন। মূল কথা হচ্ছে যে, ভগবান সর্বদাই জড় গুণের অতীত, এবং আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতির ফলে অন্যভাবে তা মনে করে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, মহাজনদের মাধ্যমে ভগবানের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/২৮) বলা হয়েছে, *এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।*

শ্লোক ২১

ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষু-
র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর ।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈ-
র্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ ॥ ২১ ॥

ত্বম্—আপনি; **অস্য**—এই পৃথিবীর; **লোকস্য**—বিশেষ করে এই মর্ত লোকের; **বিভো**—হে ভগবান; **রিরক্ষিষুঃ**—(অসুরদের উৎপাত থেকে) রক্ষা করার বাসনায়; **গৃহে**—এই গৃহে; **অবতীর্ণঃ অসি**—এখন প্রকট হয়েছেন; **মম**—আমার; **অখিল-ঈশ্বর**—যদিও আপনি সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর; **রাজন্য-সংজ্ঞা-অসুর-কোটি-যূথপৈঃ**—রাজনীতিবিদ্ এবং রাজাদের ভূমিকা অবলম্বনকারী কোটি কোটি অসুর এবং তাদের অনুগামীদের; **নির্ব্যূহ্যমানাঃ**—সারা পৃথিবী জুড়ে যারা বিচরণ করছে; **নিহনিষ্যসে**—সংহার করবেন; **চমূঃ**—সেনাবাহিনী।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর, আপনি এখন এই জগৎ রক্ষা করার জন্য আমার গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, সারা পৃথিবী জুড়ে ক্ষত্রিয় রাজার বেশধারী অসুরদের যে সেনাবাহিনী বিচরণ করছে, তাদের আপনি সংহার করবেন। নিরীহ জনসাধারণদের রক্ষা করার জন্য আপনি অবশ্যই তাদের সংহার করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ দুটি উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—সরলপ্রাণ ধর্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অশিক্ষিত অসভ্য অসুর, যারা অনর্থক কুকুরের মতো চিৎকার করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের সংহার করার জন্য। বলা হয়েছে, *কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার*। হরেকৃষ্ণ আন্দোলনও নামরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। আসুরিক রাজা এবং রাজনীতিবিদ্দের ভয়ে আমাদের প্রত্যেকেই যারা ভীত, তাদের অবশ্য কর্তব্য নামরূপে *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—শ্রীকৃষ্ণের এই অবতারকে স্বাগত জানানো। তা হলে আমরা আসুরিক শাসকদের উৎপীড়ন থেকে অবশ্যই রক্ষা পাব। বর্তমান সময়ে এই সমস্ত শাসকেরা এতই শক্তিশালী যে, তারা যেন-তেন প্রকারেণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ অধিকার করে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বা আপৎকালীন অবস্থার অজুহাতে অসংখ্য মানুষকে নির্যাতন করে। তারপর এক অসুর অন্য অসুরকে পরাস্ত করে, কিন্তু জনসাধারণের দুঃখের ভার লাঘব হয় না। তাই সারা পৃথিবী আজ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে, এবং এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র ভরসা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ আন্দোলন। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন তাঁর আসুরিক পিতার দ্বারা নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তখন ভগবান নৃসিংহদেব আবির্ভূত

হয়েছিলেন। এই প্রকার আসুরিক পিতা বা শাসক রাজনীতিবিদ্‌দের কারণে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসার অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে, কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এখন এই আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র নামরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই আমরা আশা করতে পারি যে, এই সমস্ত আসুরিক পিতাদের বিনাশ হবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সারা পৃথিবী আজ রাজনীতিবিদ্, গুরু, সাধু, যোগী এবং অবতারের বেশে অসংখ্য অসুরে পূর্ণ, এবং তারা মানব-সমাজের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করতে সক্ষম কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

শ্লোক ২২

অয়ং ত্বসভ্যস্তব জন্ম নৌ গৃহে
শ্রুত্বাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ সুরেশ্বর ।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং
শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ ॥ ২২ ॥

অয়ম্—এই (মূঢ়); **তু**—কিন্তু; **অসভ্যঃ**—অসভ্য (*অসুর* মানে 'অসভ্য', এবং *সুর* মানে 'সভ্য'); **তব**—আপনার; **জন্ম**—জন্ম; **নৌ**—আমাদের; **গৃহে**—গৃহে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অগ্রজান্ তে**—আপনার পূর্ব জাত ভ্রাতাদের; **ন্যবধীৎ**—বধ করেছে; **সুর-ঈশ্বর**—হে সভ্য মানুষ বা দেবতাদের ঈশ্বর; **সঃ**—সে (সেই অসভ্য কংস); **তে**—আপনার; **অবতারম্**—আবির্ভাব; **পুরুষৈঃ**—তার সেনাপতিদের দ্বারা; **সমর্পিতম্**—নিবেদিত হয়ে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অধুনা**—এখন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অভিসরতি**—এক্ষুণি আসবে; **উদায়ুধঃ**—অস্ত্র উদ্যত করে।

অনুবাদ

হে সুরেশ্বর! আপনি আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে, অসভ্য কংস আপনার অগ্রজদের হত্যা করেছে। তার সেনানায়কদের কাছে আপনার আবির্ভাবের কথা শ্রবণ করা মাত্রই, আপনাকে হত্যা করতে সে অস্ত্র নিয়ে এখানে আসবে।

তাৎপর্য

এখানে কংসকে *অসভ্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ সে তাঁর ভগ্নীর সন্তানদের হত্যা করেছিল। দেবকীর অষ্টম সন্তানের দ্বারা তার মৃত্যু হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী

শুনে অসভ্য কংস তার অবলা ভগ্নীকে তাঁর বিবাহের সময় হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। অসভ্য মানুষ তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যে কোন কার্য করতে পারে। সে শিশুদের হত্যা করতে পারে, গোহত্যা করতে পারে, ব্রাহ্মণদের হত্যা করতে পারে, বৃদ্ধদের হত্যা করতে পারে; কারও প্রতি তার দয়া নেই। বৈদিক সভ্যতায় গাভী, স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের দোষী হলেও ক্ষমা করা উচিত। কিন্তু অসভ্য অসুরেরা তা মানে না। বর্তমান সময়ে, নির্বিচারে গাভী এবং শিশু হত্যা করা হচ্ছে, এবং তাই এই সভ্যতা মোটেই আর মানুষের সভ্যতা নয়, এবং যারা এই নিন্দনীয় সভ্যতা পরিচালনা করছে, তারা হচ্ছে অসভ্য অসুর।

এই প্রকার অসভ্য মানুষেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অনুকূল নয়। জনসাধারণের নেতারূপে তারা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করে যে, হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের কীর্তন হচ্ছে একটি উৎপাত স্বরূপ, যদিও *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ*। এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, মহাত্মাদের কর্তব্য হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তা প্রচার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। দুর্ভাগ্যবশত, মানব-সমাজ আজ এক এমনই অসভ্য স্তরে উপনীত হয়েছে যে, তথাকথিত মহাত্মারা গাভী এবং শিশু হত্যা করছে এবং হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রকার অসভ্য কার্যকলাপ বোম্বাইয়ে হরেকৃষ্ণ ল্যান্ডে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রদর্শিত হয়েছিল। কংস যেমন বসুদেব এবং দেবকীর সুন্দর শিশুটিকে হত্যা করবে বলে আশা করা যায়নি, তেমনই আধুনিক সমাজ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রগতিতে অসুখী হলেও তাকে বাধা দিতে পারবে না। তবুও আমাদের নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে যদিও হত্যা করা যায় না, তবুও শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব স্নেহবশত ভয়ে কম্পিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, কংস এক্ষুণি এসে তাঁর পুত্রকে হত্যা করবে। তেমনই, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যদিও শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন এবং কোন অসুরই তা বাধা দিতে পারে না, তবুও অসুরেরা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে এই আন্দোলনকে বন্ধ করে দিতে পারে বলে মনে করে আমরা ভীত হই।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্ ।
দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ ভীতা সুবিস্মিতা ॥ ২৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—বসুদেব এইভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার পর; **এনম্**—এই কৃষ্ণ; **আত্মজম্**—তাঁদের পুত্র; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মহাপুরুষ-লক্ষণম্**—ভগবানের সমস্ত লক্ষণ সমন্বিত; **দেবকী**—শ্রীকৃষ্ণের মাতা; **তম্**—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে); **উপাধাবৎ**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; **কংসাৎ**—কংসের; **ভীতা**—ভীত হয়ে; **সু-বিস্মিতা**—এই প্রকার অদ্ভুত শিশুটিকে দর্শন করে বিস্মিত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর কংসের ভয়ে ভীতা দেবকী মহাপুরুষের লক্ষণযুক্ত পুত্রকে দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সুবিস্মিতা* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেবকী এবং তাঁর পতি বসুদেব নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের সন্তানটি হচ্ছেন ভগবান এবং কংস তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। কিন্তু স্নেহবশত তাঁরা যখন কংসের আগেকার নিষ্ঠুর কার্যকলাপের চিন্তা করেছিলেন, তখন তাঁরা সেই সঙ্গে ভীতিগ্রস্তও হয়েছিলেন যে, কংস কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারে। সেই কারণেই *সুবিস্মিতা* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তেমনই, অসুরেরা এই আন্দোলনটিকে বিনষ্ট করবে, না নির্ভয়ে তার প্রগতি হতে থাকবে, সেই কথা চিন্তা করে আমরাও উৎকণ্ঠিত হই।

শ্লোক ২৪

শ্রীদেবক্যুবাচ

রূপং যৎ তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্ ।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রী-দেবকী উবাচ—শ্রীদেবকী বললেন; **রূপম্**—রূপ অথবা বস্তু; **যৎ তৎ**—কারণ আপনি সেই বস্তু; **প্রাহুঃ**—বলা হয়; **অব্যক্তম্**—জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর (*অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*); **আদ্যম্**—আপনি আদি কারণ; **ব্রহ্ম**—আপনি ব্রহ্ম; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **নির্গুণম্**—জড় গুণরহিত; **নির্বিকারম্**—পরিবর্তন রহিত,

বিষ্ণুর শাশ্বত স্বরূপ; **সত্তা-মাত্রম্**—আদি তত্ত্ব, সব কিছুর কারণ; **নির্বিশেষম্**—পরমাত্মারূপে আপনি সর্বত্র বর্তমান; **নিরীহম্**—জড় বাসনারহিত; **সঃ**—সেই পরম পুরুষ; **ত্বম্**—আপনি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **অধ্যাত্ম-দীপঃ**—সমস্ত দিব্য জ্ঞানের আলোক (আপনাকে জানা হলে, সব কিছু জানা হয়ে যায়—*যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*)।

অনুবাদ

শ্রীদেবকী বললেন—হে ভগবান! বেদ অনেক। তাদের মধ্যে কয়েকটি আপনাকে মন এবং বাক্যের অগোচর বলে বর্ণনা করে। তবুও আপনি সমগ্র জগতের আদি উৎস। আপনি ব্রহ্ম—সর্ববৃহৎ, সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়। আপনার কোন জড় কারণ নেই, আপনি নির্বিকার ও নির্বিশেষ, এবং আপনার কোন জড় বাসনা নেই। এইভাবে বেদে আপনাকে বাস্তব বস্তু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, হে ভগবান, আপনি প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত বৈদিক বাণীর উৎস, এবং আপনাকে জানা হলে ক্রমশ সব কিছু জানা হয়ে যায়। আপনি ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মা থেকে ভিন্ন, তবুও আপনি তাঁদের থেকে অভিন্ন। সব কিছুই আপনা থেকে উদ্ভূত হয়। নিঃসন্দেহে আপনি সর্বকারণের কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু, অর্থাৎ সমস্ত দিব্য জ্ঞানের আলোক।

তাৎপর্য

সমস্ত বস্তুর উৎস শ্রীবিষ্ণু। শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ তাঁরা উভয়েই বিষ্ণুতত্ত্ব। *ঋগ্বেদ* থেকে আমরা জানতে পারি, ওঁ *তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং*—সমস্ত বস্তুর আদি উৎস হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যিনি পরমাত্মা এবং ব্রহ্মজ্যোতিও। জীবেরাও বিবিধ শক্তি সমন্বিত বিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ*)। শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ তাই সব কিছু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমি জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই আদি উৎস। সব কিছুই আমার থেকে প্রকাশিত হয়।" শ্রীকৃষ্ণ তাই সর্বকারণের পরম কারণ (*সর্বকারণকারণম্*)। শ্রীবিষ্ণু যখন তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপ বিস্তার করেন, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, তিনি নিরাকার-নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্যোতি।

যদিও সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়, তবুও চরমে তিনি একজন পুরুষ। *অহমাদির্হি দেবানাম্*—তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের আদি উৎস, এবং তাঁদের থেকে অন্যান্য সমস্ত দেবতারা উদ্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়*

(১৪/২৭) বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—"ব্রহ্ম আমার উপর আশ্রিত।" ভগবান আরও বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/২৩) অনেক মানুষ রয়েছে, যারা সমস্ত দেবতাদের পৃথক পৃথক ভগবান বলে মনে করে তাঁদের পূজা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, দেবতারা ভগবান নন। বাস্তবিকপক্ষে, সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত জীবেরা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ*)। দেবতারাও জীবভূত; তাঁরা পৃথক ভগবান নন। কিন্তু যে সমস্ত মানুষদের জ্ঞান অপরিপক্ক এবং জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত, তারাই তাদের বুদ্ধি অনুসারে বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করে। তাই *ভগবদ্গীতায়* তাদের তিরস্কার করা হয়েছে (*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*)। যেহেতু তারা বুদ্ধিহীন এবং উন্নত চেতনা সমন্বিত নয়, তাই তারা সত্যকে যথাযথভাবে জানতে না পেরে দেব-দেবীদের পূজা করে অথবা মায়াবাদ আদি দর্শন অনুসারে জল্পনা-কল্পনা করে।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর উৎস। সেই সম্বন্ধে *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*যস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি*। পরম সত্যকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* পরবর্তী অধ্যায়ে (১০/২৮/১৫) *সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মজ্যোতি সনাতন বা শাশ্বত, তবুও তা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)। *ব্রহ্মসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান সর্বব্যাপ্ত। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*—তিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে রয়েছেন, এবং তিনি প্রতিটি পরমাণুতেও পরমাত্মারূপে রয়েছেন। *যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্*—ব্রহ্মাও ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়। তাই দার্শনিকেরা যা কিছু বর্ণনা করে, তা চরমে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীবিষ্ণু (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব কিছুর আদি উৎস।

দেবকী যেহেতু ছিলেন ভগবানের এক অনন্য ভক্ত, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেই ভগবান বিষ্ণু তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব বসুদেবের প্রার্থনার পর দেবকী তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। তিনি তাঁর ভায়ের নৃশংস অত্যাচারের ফলে অত্যন্ত ভয়ভীত ছিলেন। দেবকী বলেছিলেন, "হে

ভগবান! নারায়ণ, রামচন্দ্র, শেষ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, বলদেব আদি অনন্তকোটি অবতারেরা আপনার নিত্য রূপ, এবং বৈদিক শাস্ত্রে সেই সমস্ত রূপকে শাশ্বত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনি আদি, কারণ আপনার সমস্ত অবতারেরা এই জড় সৃষ্টির বাইরে বিদ্যমান। এই জড় জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে আপনার রূপ বর্তমান ছিল। আপনার সমস্ত রূপ নিত্য এবং সর্বব্যাপ্ত। তাঁরা স্বয়ংপ্রকাশ, নির্বিকার এবং নিষ্কলুষ। এই সমস্ত নিত্যরূপ নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময়; তাঁরা শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত এবং সর্বদা বিবিধ লীলাবিলাস পরায়ণ। আপনি কোন বিশেষ রূপের দ্বারা সীমিত নন; এই সমস্ত চিন্ময় শাশ্বত রূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমি বুঝতে পারি যে, আপনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু।" তাই আমরা স্থির করতে পারি যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন সব কিছু, যদিও তিনি সব কিছু থেকে ভিন্ন। এটিই হচ্ছে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব* দর্শন।

শ্লোক ২৫

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্ধাবসানে
মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু ।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে
ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥

নষ্টে—প্রলয়ের পর; **লোকে**—জগতের; **দ্বিপরার্ধ-অবসানে**—কোটি কোটি বছর পর (ব্রহ্মার আয়ু); **মহা-ভূতেষু**—পঞ্চমহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ); **আদি-ভূতম্ গতেষু**—ইন্দ্রিয় অনুভূতির সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করে; **ব্যক্তে**—যখন সব কিছু প্রকাশিত হয়; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ততে; **কাল-বেগেন**—কালশক্তির দ্বারা; **যাতে**—প্রবেশ করে; **ভবান্**—আপনি; **একঃ**—কেবল একমাত্র; **শিষ্যতে**—অবশিষ্ট থাকেন; **অশেষ-সংজ্ঞঃ**—বিভিন্ন নাম সমন্বিত সেই এক।

অনুবাদ

কোটি কোটি বছর পর প্রলয়ের সময় যখন ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সব কিছুই কালশক্তির দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন পঞ্চমহাভূত সূক্ষ্ম তন্মাত্রে প্রবেশ করে, এবং ব্যক্ত পদার্থসমূহ অব্যক্ততে লীন হয়ে যায়। তখন অনন্তশেষনাগ নামক আপনিই বর্তমান থাকেন।

তাৎপর্য

প্রলয়ের সময় মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারে প্রবেশ করে, এবং সমগ্র জগৎ ভগবানের চিৎ-শক্তিতে প্রবেশ করে। তখন ভগবানই কেবল সব কিছুর আদিরূপে বর্তমান থাকেন। ভগবান তাই শেষনাগ, আদিপুরুষ ইত্যাদি নামে সংজ্ঞিত হন।

দেবকী তাই প্রার্থনা করেছেন, "কোটি কোটি বৎসরের পর যখন ব্রহ্মার জীবনের অবসান হয়, তখন এই জগতের প্রলয় হয়। সেই সময় পঞ্চ মহাভূত মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করে। মহত্তত্ত্ব কালশক্তির দ্বারা অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ করে; প্রকৃতি শক্তিপূর্ণ প্রধানে প্রবেশ করে এবং প্রধান আপনাতে প্রবেশ করে। অতএব সমগ্র জগতের প্রলয়ের পর কেবল আপনিই আপনার চিন্ময় নাম, রূপ, গুণ এবং বৈশিষ্ট্য সহ বর্তমান থাকেন।

"হে প্রভু, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি অব্যক্ত প্রকৃতির পরিচালক এবং চরম উৎস। হে প্রভু, সমগ্র জগৎ ক্ষণ থেকে শুরু করে বর্ষ পর্যন্ত কালের প্রভাবের অন্তর্গত। সব কিছুই আপনার পরিচালনায় কার্য করে। আপনি সব কিছুর আদি পরিচালক এবং সমস্ত শক্তির আধার।"

শ্লোক ২৬

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্ ।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াং-
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥ ২৬ ॥

যঃ—যা; **অয়ম্**—এই; **কালঃ**—কাল (সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা); **তস্য**—তাঁর; **তে**—আপনার; **অব্যক্ত-বন্ধো**—হে প্রভু, আপনি অব্যক্তের প্রবর্তক (আদি মহত্তত্ত্ব বা প্রকৃতি); **চেষ্টাম্**—প্রচেষ্টা বা লীলা; **আহুঃ**—বলা হয়; **চেষ্টতে**—কার্য করে; **যেন**—যার দ্বারা; **বিশ্বম্**—সমগ্র সৃষ্টি; **নিমেষ-আদিঃ**—কালের অতি সূক্ষ্ম অংশ থেকে শুরু করে; **বৎসর-অন্তঃ**—বছর পর্যন্ত; **মহীয়ান্**—শক্তিশালী; **তম্**—আপনাকে; **ত্বা ঈশানম্**—পরম নিয়ন্তা আপনাকে; **ক্ষেম-ধাম**—সমস্ত মঙ্গলের আধার; **প্রপদ্যে**—আমি সর্বতোভাবে শরণাগত হই।

অনুবাদ

হে প্রকৃতির প্রবর্তক! এই অদ্ভুত সৃষ্টি যে কালের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করছে, নিমেষ থেকে শুরু করে বছর পর্যন্ত সেই মহাকাল বিষ্ণুস্বরূপ আপনারই আর একটি রূপ। আপনার লীলা-বিলাসের জন্য আপনি কালের নিয়ন্তারূপে কার্য করেন, কিন্তু আপনি সমস্ত সৌভাগ্যের আধার। আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত হই।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) উল্লেখ করা হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সূর্য সমস্ত গ্রহের রাজা, এবং তার তাপ ও কিরণ বিতরণ করার অসীম শক্তি রয়েছে। যাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে ভগবানের চক্ষুস্বরূপ সূর্যও নির্দিষ্ট কালচক্রে ভ্রমণ করে, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" যদিও আমরা দেখতে পাই যে, জগৎ বিশাল এবং বিস্ময়কর, তবুও তা কালের অধীন। এই কালও ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। প্রকৃতি কালের নিয়ন্ত্রণাধীন। বস্তুতপক্ষে, সব কিছুই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং কাল ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ভগবান কখনও কালের আক্রমণকে ভয় করেন না। কালকে মাপা হয় সূর্য বা *সবিতার* গতি অনুসারে। প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত্রি, প্রতিটি মাস এবং প্রতিটি বছর মাপা যায় সূর্যের গতি অনুসারে। কিন্তু সূর্য স্বতন্ত্র নয়, কারণ তা কালের নিয়ন্ত্রণাধীন। *ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রঃ*—সূর্য কালচক্রে ভ্রমণ করে। সূর্য কালের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং কাল ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই ভগবান কালকে ভয় করেন না।

এখানে ভগবানকে *অব্যক্তবন্ধু* অথবা সমগ্র জগতের গতিবিধির প্রবর্তক বলা হয়েছে। কখনও কখনও কুমোরের চাকার সঙ্গে জগতের তুলনা করা হয়। কুমোরের চাকা যখন ঘোরে, তখন কে তা ঘোরায়? অবশ্যই কুমোর, যদিও আমরা কেবল চাকার গতিই দেখতে পাই, কুমোরকে দেখতে পাই না। তাই সমগ্র জগতের

গতির পিছনে রয়েছেন যে ভগবান, তাঁকে বলা হয় অব্যক্তবন্ধু। সব কিছুই কালের অধীন, কিন্তু কাল ভগবানের পরিচালনায় ভ্রমণ করে, তাই তিনি কালের সীমার দ্বারা সীমিত নন।

শ্লোক ২৭

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্বান্নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ২৭ ॥

মর্ত্যঃ—মরণশীল জীব; **মৃত্যু-ব্যাল-ভীতঃ**—মৃত্যুরূপ সর্পের ভয়ে ভীত; **পলায়ন্**—(সর্প দর্শন করা মাত্রই, সকলে আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে) পলায়ন করে; **লোকান্**—বিভিন্ন গ্রহলোকে; **সর্বান্**—সমস্ত; **নির্ভয়ম্**—নির্ভয়; **ন অধ্যগচ্ছৎ**—প্রাপ্ত হয় না; **ত্বৎ-পাদ-অব্জম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; **প্রাপ্য**—আশ্রয় লাভ করে; **যদৃচ্ছয়া**—সৌভাগ্যবশত, ভগবান এবং ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় (গুরুকৃপা, কৃষ্ণকৃপা); **অদ্য**—এখন; **সুস্থঃ**—অবিচলিত এবং শান্ত; **শেতে**—শয়ন করেছেন; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **অস্মাৎ**—সেই সমস্ত ব্যক্তিদের থেকে; **অপৈতি**—পলায়ন করে।

অনুবাদ

এই জড় জগতে কেউই বিভিন্ন গ্রহলোকে পলায়ন করেও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু, হে ভগবান, আপনি এখন আবির্ভূত হয়েছেন বলে মৃত্যু আপনার ভয়ে পলায়ন করছে এবং জীবেরা আপনার কৃপায় আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করে পরম শান্তিতে অবস্থান করছে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে, কিন্তু সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত। কর্মীদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া, যেখানে আয়ু অতি দীর্ঘ। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) উল্লেখ করা হয়েছে, *সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*—ব্রহ্মার একদিন সহস্র যুগ পরিমিত এবং প্রতিটি যুগের অবধি ৪৩,২০,০০০ বৎসর। সেই অনুসারে ব্রহ্মার

রাত্রি ৪৩,২০,০০০ × ১০০০। এইভাবে, আমরা ব্রহ্মার মাস এবং বৎসর গণনা করতে পারি, কিন্তু এমন কি যাঁর আয়ুষ্কাল দ্বিপরার্ধ কাল, সেই ব্রহ্মাকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, স্বর্গলোকের অধিবাসীদের আয়ু ১০,০০০ বৎসর, এবং ব্রহ্মার একদিন যেমন আমাদের গণনা অনুসারে ৪৩২,০০,০০,০০০ বছর, তেমনই আমাদের ছয় মাসে স্বর্গলোকের এক দিন। কর্মীরা তাই স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই জড় জগতে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাই এই জড় জগৎকে বলা হয় মর্ত্যলোক। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) বলেছেন, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*—জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই জড় জগতে থাকে, তা সে ব্রহ্মলোকেই হোক অথবা অন্য যে কোন লোকেই হোক, তাকে জন্ম-জন্মান্তরে কালচক্রে ভ্রমণ করতে হয় (*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*)। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের কাছে ফিরে যান (*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে*), তা হলে আর তাঁকে কালের সীমার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করতে হয় না। তাই, যে সমস্ত ভক্তরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ভগবানের এই প্রতিশ্রুতি লাভ করে নিশ্চিন্তে অবস্থান করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পেরেছেন, তাঁকে বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

জীব স্বরূপত নিত্য (*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে, নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্*)। প্রতিটি জীবই নিত্য। কিন্তু এই জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার ফলে, জীব নিরন্তর এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হতে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)

সকলেই এই ব্রহ্মাণ্ডে উপর্যধঃ ভ্রমণ করছে, কিন্তু যিনি যথেষ্ট ভাগ্যবান, তিনি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কৃষ্ণভাবনামৃতের সংস্পর্শে এসে ভগবদ্ভক্তির পথ অবলম্বন করেন। তখন তিনি নিশ্চিতভাবে নিত্য জীবন লাভ করেন এবং তখন আর তাঁর মৃত্যুভয় থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন সকলেই মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হন, তা সত্ত্বেও দেবকী তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেছেন, "যদিও আপনি আমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও আমরা কংসের ভয়ে ভীত।" তিনি

বুঝতে পারছিলেন না কেন এই রকম হচ্ছিল, এবং তাই তিনি ভগবানের কাছে নিবেদন করেছেন যে, তিনি যেন তাঁকে এবং বসুদেবকে এই ভয় থেকে মুক্ত করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্র স্বর্গের একটি গ্রহলোক। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, কেউ যখন চন্দ্রলোকে উন্নীত হন, তখন তিনি তাঁর পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করার জন্য দশ হাজার বছর দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা যদি চন্দ্রলোকে গিয়ে থাকে, তা হলে তারা ফিরে আসছে কেন? তারা যে চন্দ্রলোকে যায়নি, সেই সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। চন্দ্রলোকে যেতে হলে পুণ্যকর্মের যোগ্যতা প্রয়োজন। তখন সেখানে যাওয়া যায় এবং বাস করা যায়। কেউ যদি চন্দ্রলোকে গিয়ে থাকে, তা হলে সে এই পৃথিবীতে, যেখানে মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প, সেখানে ফিরে আসছে কেন?

শ্লোক ২৮

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন-
স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি ।
রূপং চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং
মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥ ২৮ ॥

সঃ—আপনি; **ত্বম্**—আপনি; **ঘোরাৎ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **উগ্রসেন-আত্মজাৎ**—উগ্রসেনের পুত্র থেকে; **নঃ**—আমাদের; **ত্রাহি**—দয়া করে রক্ষা করুন; **ত্রস্তান্**—যাঁরা তার ভয়ে অত্যন্ত ভীত; **ভৃত্য-বিত্রাস-হা অসি**—আপনি স্বভাবতই আপনার ভৃত্যের ভয় বিনাশকারী; **রূপম্**—আপনার বিষ্ণুরূপে; **চ**—ও; **ইদম্**—এই; **পৌরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানরূপে; **ধ্যান-ধিষ্ণ্যম্**—ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করা যায়; **মা**—না; **প্রত্যক্ষম্**—প্রত্যক্ষ; **মাংস-দৃশাম্**—যারা জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে তাদের; **কৃষীষ্ঠাঃ**—দয়া করে হোন।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি আপনার ভক্তের সমস্ত ভয় দূর করেন, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কংসের ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করুন। যোগীরা ধ্যানে আপনার বিষ্ণুরূপ দর্শন করে। যারা জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, তাদের নিকট দয়া করে আপনি এই রূপ গোচরীভূত করবেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ধ্যানধিষ্ণ্যম্* শব্দটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ, কারণ যোগীরা ধ্যানে ভগবানের এই রূপ দর্শন করেন (*ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*)। দেবকী বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁর সেই রূপ গোপন করেন, কারণ তিনি ভগবানকে একটি সাধারণ শিশুরূপে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, যাতে সকলে তাঁকে জড় চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করতে পারে। দেবকী দেখতে চেয়েছিলেন, ভগবান সত্যি সত্যিই আবির্ভূত হয়েছেন, না তিনি স্বপ্নে বিষ্ণুরূপ দর্শন করছেন। তিনি মনে করেছিলেন, কংস এসে যদি বিষ্ণুরূপ দর্শন করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ সেই শিশুটিকে বধ করবে। কিন্তু সে যদি একটি নরশিশু দর্শন করত, তা হলে হয়ত সে অন্যভাবে বিবেচনা করতে পারত। দেবকী উগ্রসেন-আত্মজের ভয়ে ভীত ছিলেন; অর্থাৎ তিনি উগ্রসেন অথবা তাঁর অনুগামীদের ভয়ে ভীত ছিলেন না, তিনি উগ্রসেনের পুত্রের ভয়ে ভীত ছিলেন। তাই তিনি ভগবানকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন তাঁর সেই ভয় দূর করেন, কারণ তিনি সর্বদা তাঁর ভক্তকে রক্ষা করতে প্রস্তুত (*অভয়ম্*)। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "হে ভগবান! আপনি আমাকে উগ্রসেনের নিষ্ঠুর পুত্র কংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আপনি সর্বদাই আপনার ভৃত্যকে রক্ষা করেন।" *ভগবদ্‌গীতায়* অর্জুনকে আশ্বাস দিয়ে ভগবান এই উক্তিটির সমর্থন করেছেন, "সারা পৃথিবীর কাছে তুমি ঘোষণা করতে পার যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।"

বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য ভগবানের নিকট এইভাবে প্রার্থনা করে, দেবকী তাঁর মাতৃস্নেহ ব্যক্ত করেছেন—"আমি জানি যে, আপনার এই চিন্ময় রূপ মহান ঋষিরা ধ্যানস্থ অবস্থায় দর্শন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার ভয় হচ্ছে, কারণ কংস যখনই বুঝতে পারবে যে, আপনি আবির্ভূত হয়েছেন, তখন সে আপনার অনিষ্ট করতে পারে। তাই আমি অনুরোধ করি যে, সাময়িকভাবে আপনি আমাদের জড় দৃষ্টির অগোচর হন।" অর্থাৎ, তিনি ভগবানের কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন একজন সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করেন। "আমার ভাই কংস থেকে আমার ভয়ের একমাত্র কারণ হচ্ছে আপনার আবির্ভাব। হে মধুসূদন, কংস হয়ত জানতে পারবে যে, ইতিমধ্যেই আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী আপনার চতুর্ভুজ রূপ গোপন করুন। হে ভগবান, প্রলয়ের পর আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড উদরস্থ করেন; তবুও, আপনার অহৈতুকী

কৃপার প্রভাবে আপনি আমার উদরে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি যে আপনার ভক্তের প্রসন্নতা বিধানের জন্য একজন সাধারণ মানুষের মতো কার্য করেন, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।"

দেবকী কংসের ভয়ে এত ভীত হয়েছিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি কংস প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত ভগবান বিষ্ণুকে বধ করতে পারবে না। তাই মাতৃস্নেহবশত তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন অন্তর্হিত হয়ে যান। ভগবান অন্তর্হিত হলে, শিশুটিকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে মনে করে কংস যে তাঁকে আরও বেশি করে নির্যাতন করবে, সেই কথা তিনি জানতেন, তবুও তিনি চেয়েছিলেন, সেই চিন্ময় শিশুটি যেন নির্যাতিত না হয় এবং তাঁকে যেন হত্যা না করা হয়। তাই তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে অন্তর্হিত হতে অনুরোধ করেছিলেন। পরে যখন তাঁকে নির্যাতন করা হবে, তখন তিনি তাঁর অন্তরে তাঁকে স্মরণ করবেন।

শ্লোক ২৯

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন ।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ ২৯ ॥

জন্ম—জন্ম; **তে**—আপনার; **ময়ি**—আমার (গর্ভে); **অসৌ**—সেই কংস; **পাপঃ**—অত্যন্ত পাপী; **মা বিদ্যাৎ**—জানতে অক্ষম হতে পারে; **মধুসূদন**—হে মধুসূদন; **সমুদ্বিজে**—আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত; **ভবৎ-হেতোঃ**—আপনার আবির্ভাবের ফলে; **কংসাৎ**—যার থেকে আমার এত খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই কংস থেকে; **অহম্**—আমি; **অধীর-ধীঃ**—অধিক থেকে অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়েছি।

অনুবাদ

হে মধুসূদন! আপনার আবির্ভাবের ফলে আমি কংসের ভয়ে অধিক থেকে অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়েছি। তাই কংস যাতে বুঝতে না পারে যে, আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, কৃপাপূর্বক আপনি তার উপায় করুন।

তাৎপর্য

দেবকী ভগবানকে মধুসূদন বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি জানতেন যে, ভগবান কংসের থেকেও শত-সহস্রগুণ শক্তিশালী মধু আদি দৈত্যদের সংহার করেছেন, তবুও তাঁর অপ্রাকৃত পুত্রটির প্রতি স্নেহবশত তিনি মনে করেছিলেন যে, কংস হয়ত

তাঁকে বধ করতে পারে। ভগবানের অসীম শক্তির কথা চিন্তা না করে, তিনি স্নেহবশত ভগবানের সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর অপ্রাকৃত পুত্রটিকে অন্তর্হিত হতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ৩০ ॥

উপসংহর—সংবরণ করুন; **বিশ্বাত্মন্**—হে সর্বব্যাপ্ত ভগবান; **অদঃ**—তা; **রূপম্**—রূপ; **অলৌকিকম্**—এই জগতের পক্ষে অস্বাভাবিক; **শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম**—শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মের; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য সমন্বিত; **জুষ্টম্**—অলঙ্কৃত; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর, এবং শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম সুশোভিত আপনার চিন্ময় চতুর্ভুজ রূপ এই জগতের পক্ষে অস্বাভাবিক। দয়া করে আপনি আপনার এই রূপ সংবরণ করুন (এবং একটি সাধারণ নরশিশুর রূপ ধারণ করুন, যাতে আমি আপনাকে কোথাও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারি)।

তাৎপর্য

দেবকী মনে করেছিলেন যে, ভগবানকে তাঁর পূর্ববর্তী সন্তানদের মতো কংসের হাতে সমর্পণ না করে তাঁকে কোথাও লুকিয়ে রাখবেন। বসুদেব যদিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর সব কটি পুত্রকেই তিনি কংসের হাতে সমর্পণ করবেন, তবুও তিনি এইবার তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে শিশুটিকে কোথাও লুকিয়ে রাখার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ভগবান যেহেতু এই বিস্ময়কর চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই তাঁকে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে।

শ্লোক ৩১

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্ ।
বিভর্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বম্—সমগ্র জগৎ; **যৎ এতৎ**—স্থাবর এবং জঙ্গম সৃষ্টি সমন্বিত; **স্ব-তনৌ**—আপনার শরীরে; **নিশা-অন্তে**—প্রলয়ের সময়; **যথা-অবকাশম্**—অনায়াসে আপনার শরীরের আশ্রয়; **পুরুষঃ**—ভগবান; **পরঃ**—চিন্ময়; **ভবান্**—আপনি; **বিভর্তি**—ধারণ করেন; **সঃ**—সেই (ভগবান); **অয়ম্**—এই রূপ; **মম**—আমার; **গর্ভগঃ**—আমার গর্ভে এসেছে; **অভূৎ**—হয়েছে; **অহো**—হায়; **নৃ-লোকস্য**—এই মনুষ্যলোকের; **বিড়ম্বনম্**—চিন্তা করা অসম্ভব; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—সেই (ধারণা)।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময় সমগ্র চরাচর সৃষ্টি আপনার চিন্ময় শরীরে প্রবেশ করে এবং আপনি অনায়াসে তা ধারণ করেন। কিন্তু এখন সেই চিন্ময় রূপ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। মানুষ তা বিশ্বাস করতে পারবে না এবং তাই আমি তাদের উপহাসাস্পদ হব।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের প্রেমভক্তি দুই প্রকার—ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং ঐশ্বর্যশিথিল। প্রকৃত ভগবৎ-প্রেম শুরু হয় ঐশ্বর্যশিথিল শুদ্ধ প্রেমের ভিত্তিতে।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৮)

যে সকল শুদ্ধ ভক্তের নয়ন প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে, তাঁরা ভগবান শ্যামসুন্দর মুরলীধরকে দর্শন করতে চান। এই রূপ বৃন্দাবনবাসীরা উপলব্ধি করেন, যাঁরা বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিষ্ণু বা নারায়ণের প্রতি আকৃষ্ট নন, তাঁরা কেবল ভগবান শ্যামসুন্দরের প্রতি প্রেমপরায়ণ। দেবকী বৃন্দাবনের স্তরে না হলেও, তিনি বৃন্দাবনের অতি নিকটে। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মা হচ্ছেন যশোদা, এবং মথুরা ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মা দেবকী। মথুরা এবং দ্বারকার প্রেম ঐশ্বর্যমিশ্রিত, কিন্তু বৃন্দাবনে ভগবানের ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হয় না।

ভগবৎ-প্রেমের পাঁচটি স্তর রয়েছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। দেবকী বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ। তিনি তাঁর নিত্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণের

প্রতি সেই প্রেম অনুভব করেন এবং তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, ভগবান যেন তাঁর ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিষ্ণুরূপ সংবরণ করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটির টীকায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই তথ্যটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

ভক্তি, ভগবান এবং ভক্ত—এই জড় জগতের নন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" ভক্তির শুরু থেকেই মানুষ চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হন। তাই বসুদেব এবং দেবকী শুদ্ধ ভক্তিস্তরে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত হওয়ার ফলে এই জড় জগতের অতীত এবং জড়জাগতিক ভয় তাঁদের প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু চিন্ময় জগতে শুদ্ধ ভক্তির ফলে সেই রকম একটি ভয়ের অনুভব হয়, যার কারণ হচ্ছে গভীর প্রেম।

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*) এবং *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ*), ভক্তি ব্যতীত ভগবানের চিন্ময় স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভক্তির তিনটি স্তর হচ্ছে—*গুণীভূত, প্রধানীভূত* ও *কেবল*, এবং এই স্তর অনুসারে তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা—*জ্ঞান, জ্ঞানময়ী* ও *রতি* বা *প্রেম*। কেবল জ্ঞানের দ্বারা বৈচিত্র্যবিহীন চিন্ময় আনন্দ অনুভব করা যায়। এই অনুভূতিকে বলা হয় *মানভূতি*। কেউ যখন জ্ঞানময়ী ভক্তিস্তরে আসেন, তখন তিনি ভগবানের চিন্ময় ঐশ্বর্য উপলব্ধি করেন। কিন্তু কেউ যখন শুদ্ধ প্রেমের স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামরূপে ভগবানের চিন্ময় রূপ উপলব্ধি করেন। এটিরই প্রয়োজন। বিশেষ করে মাধুর্যরসে ভক্ত ভগবানের প্রতি আসক্ত হন (*শ্রীবিগ্রহনিষ্ঠরূপাদি*)। তারপর ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে প্রেমের বিনিময় শুরু হয়।

ব্রজভূমি বা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশরি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এবং তার বর্ণনা করা হয়েছে *মাধুরী ... বিরাজতে* বলে। ভগবানের মুরলীধর রূপ সব চাইতে আকর্ষণীয়, এবং যিনি তাঁর প্রতি সব চাইতে বেশি আকৃষ্ট, তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী বা রাধিকা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দময় সান্নিধ্য উপভোগ করেন। মানুষ কখনও কখনও বুঝতে পারে না, শ্রীমতী রাধারাণীর নাম *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ

করা হয়নি কেন? প্রকৃতপক্ষে, রাধারাণীকে কিন্তু জানা যায় *আরাধনা* শব্দটি থেকে, যা ইঙ্গিত করে যে, সর্বোচ্চ কৃষ্ণপ্রেম তিনিই আস্বাদন করেন।

বিষ্ণুকে জন্মদান করার জন্য উপহাসাস্পদ না হওয়ার বাসনায় দেবকী চেয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর দ্বিভুজ রূপ প্রকাশ করেন, এবং তাই তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর রূপ পরিবর্তন করার জন্য।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বমেব পূর্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি ।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান দেবকীকে বললেন; **ত্বম্**—তুমি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পূর্ব-সর্গে**—পূর্বকল্পে; **অভূঃ**—হয়েছিলে; **পৃশ্নিঃ**—পৃশ্নি নামক; **স্বায়ম্ভুবে**—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে; **সতি**—হে সতী; **তদা**—তখন; **অয়ম্**—বসুদেব; **সুতপা**—সুতপা; **নাম**—নামক; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি; **অকল্মষঃ**—নির্মল পুণ্যবান ব্যক্তি।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে সতী, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমার পূর্বজন্মে তুমি পৃশ্নি নামে জন্মগ্রহণ করেছিলে, এবং বসুদেব ছিল অতি পুণ্যবান প্রজাপতি সুতপা।

তাৎপর্য

ভগবান দেবকীকে জানিয়েছিলেন যে, এই জন্মেই কেবল তিনি তাঁর মাতা হননি, পূর্বজন্মেও তিনি তাঁর মাতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, এবং ভক্তদের মধ্যে তাঁর পিতা-মাতার মনোনয়নও নিত্য। পূর্বেও দেবকী ভগবানের মাতা ও বসুদেব ভগবানের পিতা হয়েছিলেন, এবং তখন তাঁদের নাম ছিল পৃশ্নি ও সুতপা। ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর নিত্য পিতা-মাতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, এবং তাঁরা ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই লীলা নিত্য এবং তাই তাকে বলা হয় নিত্যলীলা। তাই বিস্ময় অথবা উপহাসের কোন কারণ ছিল না। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" মহাজনদের কাছ থেকে ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত, জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নয়। যে ব্যক্তি ভগবান সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তার নিন্দা করা হয়েছে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

(*ভগবদ্গীতা* ৯/১১)

ভগবান তাঁর পরম ভাবের দ্বারা ভক্তের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। *ভাব* শব্দটি শুদ্ধ প্রেমের স্তরকে ইঙ্গিত করে, যার সঙ্গে জড়-জাগতিক বিনিময়ের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ৩৩

যুবাং বৈ ব্রহ্মণাদিষ্টৌ প্রজাসর্গে যদা ততঃ ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তেপাথে পরমং তপঃ ॥ ৩৩ ॥

যুবাম্—তোমরা দুজনেই (পৃশ্নি এবং সুতপা); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রহ্মণা আদিষ্টৌ**—(প্রজাপতিদের পিতা, যিনি পিতামহরূপে পরিচিত) ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে; **প্রজা-সর্গে**—সন্তান উৎপাদন করার ব্যাপারে; **যদা**—যখন; **ততঃ**—তারপর; **সন্নিয়ম্য**—পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে; **ইন্দ্রিয়-গ্রামম্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **তেপাথে**—করেছিলে; **পরমম্**—অতি মহান; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

তারপর তোমরা ব্রহ্মার আদেশে প্রজাসৃষ্টির জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে কঠোর তপস্যা করেছিলে।

তাৎপর্য

সন্তান উৎপাদনের জন্য কিভাবে ইন্দ্রিয়সমূহের উপযোগ করতে হয়, সেই নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে। বৈদিক প্রথা অনুসারে, সন্তান উৎপাদনের পূর্বে সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হয়। এই সংযম সম্পাদিত হয় গর্ভাধান সংস্কারের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষে নানা রকম যান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করার বিপুল চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু যান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা কখনও জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায় না। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্*—জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি—এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; আর কেউ যদি মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তা হলে সে জন্মকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অর্থাৎ, কৃত্রিমভাবে যেমন মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তেমনই কৃত্রিমভাবে জন্মকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

বৈদিক সভ্যতায় ধর্মের বিধান অনুসারে সন্তান প্রজনন হয়ে থাকে, এবং তখন জন্মহার নিয়ন্ত্রণ আপনা থেকেই হয়ে যায়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১১) উল্লেখ করা হয়েছে, *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি*—কাম যদি ধর্মবিরুদ্ধ না হয়, তা হলে তা ভগবানেরই প্রতিনিধিত্ব করে। গর্ভাধান সংস্কার আদি সংস্কারের দ্বারা কিভাবে সুসন্তান উৎপাদন করতে হয়, সেই শিক্ষা মানুষকে দেওয়া উচিত। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে মানব-সভ্যতা পাশবিক সভ্যতায় পরিণত হবে। কেউ যদি ধর্মীয় বিধান অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করেন, কারণ আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি জানেন যে, যৌন-জীবনের পরিণতি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-দুর্দশা (*বহুদুঃখভাজ*)। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত, তিনি অসংযতভাবে যৌন জীবনে লিপ্ত হন না। তাই যৌন জীবন থেকে বিরত হতে অথবা বহু সন্তান উৎপাদন করা থেকে বিরত হতে বলপূর্বক বাধ্য হওয়ার পরিবর্তে, মানুষকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করা উচিত এবং তা হলে জন্মনিয়ন্ত্রণ আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

কেউ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হন, তা হলে তাঁর সন্তানকে ভক্তে পরিণত না করতে পারলে তিনি সন্তান উৎপাদন করবেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/১৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *পিতা ন স স্যাৎ*—মৃত্যু থেকে বা জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে সন্তানকে রক্ষা করতে না পারলে পিতা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সেই শিক্ষা কোথায়? দায়িত্বশীল পিতা কখনই কুকুর-বেড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করে না। জন্মনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত না করে, তাদের কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তা হলেই কেবল তাঁরা তাঁদের সন্তানদের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। কেউ যদি এমন সন্তান উৎপাদন করতে পারেন, যাঁরা ভগবদ্ভক্ত হবেন, এবং জন্ম-মৃত্যুর মার্গ (*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*) পরিত্যাগ করার শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়, তা হলে

জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, এইভাবে সন্তান উৎপাদন করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা উচিত। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন মূল্য নেই। সন্তান উৎপাদন করা হোক অথবা না করা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। যে সমাজের মানুষ কুকুর-বেড়ালের মতো, সেই সমাজ কখনই সুখী হতে পারবে না। তাই মানুষকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের প্রয়োজন, যাতে কুকুর-বেড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করার পরিবর্তে তাঁরা ভগবদ্ভক্ত উৎপাদন করার জন্য কঠোর তপস্যা করবেন। তার ফলে তাঁদের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৩৪-৩৫

বর্ষবাতাতপহিমঘর্মকালগুণাননু ।
সহমানৌ শ্বাসরোধবিনির্ধূতমনোমলৌ ॥ ৩৪ ॥
শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা ।
মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মদারাধনমীহতুঃ ॥ ৩৫ ॥

বর্ষ—বৃষ্টি; **বাত**—প্রবল বায়ু; **আতপ**—প্রখর সূর্যকিরণ; **হিম**—প্রচণ্ড শীত; **ঘর্ম**—তাপ; **কাল-গুণান্ অনু**—ঋতুর পরিবর্তন অনুসারে; **সহমানৌ**—সহ্য করে; **শ্বাস-রোধ**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা শ্বাসরোধ করে; **বিনির্ধূত**—মনের সঞ্চিত মল সর্বতোভাবে ধৌত করে; **মনঃ-মলৌ**—মন জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হয়েছিল; **শীর্ণ**—শুষ্ক, পরিত্যক্ত; **পর্ণ**—গাছের পাতা; **অনিল**—এবং বায়ু; **আহারৌ**—আহার; **উপশান্তেন**—শান্ত; **চেতসা**—পূর্ণরূপে সংযত মনের দ্বারা; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **কামান্ অভীপ্সন্তৌ**—কোন বর প্রার্থনা করার বাসনায়; **মৎ**—আমার; **আরাধনম্**—আরাধনা; **ঈহতুঃ**—তোমরা দুজনেই সম্পাদন করেছিলে।

অনুবাদ

হে পিতা! হে মাতা! তোমরা বিভিন্ন ঋতুতে বর্ষা, বায়ু, রৌদ্র, প্রবল তাপ এবং প্রচণ্ড শীত সহ্য করেছিলে। যৌগিক প্রাণায়ামের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে শ্বাস রোধ করে, এবং গাছের শুষ্ক পাতা ও বায়ুমাত্র সেবন করে তোমরা তোমাদের হৃদয় কলুষমুক্ত করেছিলে। এইভাবে আমার কাছ থেকে বর লাভের আশায় তোমরা শান্তচিত্তে আমার আরাধনা করেছিলে।

তাৎপর্য

বসুদেব এবং দেবকী ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে অনায়াসে প্রাপ্ত হননি, এবং ভগবানও যে কোন ব্যক্তিকে তাঁর পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করেন না। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বসুদেব এবং দেবকী কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের শাশ্বত পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। সুসন্তান লাভের যে বিধি এখানে নির্দেশিত হয়েছে, তা আমাদেরও অনুসরণ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণকে অবশ্য সকলেই তাঁদের পুত্ররূপে লাভ করতে পারেন না, কিন্তু অন্ততপক্ষে মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আমরা সুসন্তান উৎপাদন করতে পারি। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মানুষ যদি আধ্যাত্মিক জীবনের মার্গ অনুসরণ না করে, তা হলে বর্ণসঙ্করের ফলে কুকুর-বেড়ালের মতো সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন হবে, এবং সারা পৃথিবী নরকে পরিণত হবে। কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন না করে কেবল কৃত্রিম উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার প্রয়াস ব্যর্থ হবে; অবাঞ্ছিত বর্ণসঙ্কর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাই, কুকুর-বেড়ালের মতো সন্তান-সন্ততি উৎপাদন না করে, কিভাবে সংযমপূর্বক সন্তান উৎপাদন করতে হয়, তার শিক্ষা দেওয়া শ্রেয়স্কর।

শূকর অথবা কুকুর হওয়া মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে *তপো দিব্যম্*—দিব্য তপস্যা। সকলকেই এই তপস্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদিও পৃশ্নি এবং সুতপার মতো তপস্যা করা সম্ভব নয়, তবুও শাস্ত্রে অনায়াসে তপস্যা করার একটি সুযোগ বর্ণনা করা হয়েছে—তা হচ্ছে সংকীর্তন আন্দোলন। শ্রীকৃষ্ণের মতো সন্তান লাভ করার জন্য তপস্যা করার প্রত্যাশা না করা যেতে পারে, তবুও কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে (*কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য*) এতই পবিত্র হওয়া যায় যে, এই জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে (*মুক্তসঙ্গঃ*) ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় (*পরং ব্রজেৎ*)। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে সুখী হওয়ার কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন না করে, শাস্ত্রবর্ণিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে সুখী হওয়ার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দিচ্ছে, যাতে মানুষের জড়-জাগতিক জীবন সর্বতোভাবে সার্থক হতে পারে।

শ্লোক ৩৬

এবং বাং তপ্যতোস্তীব্রং তপঃ পরমদুষ্করম্ ।
দিব্যবর্ষসহস্রাণি দ্বাদশেয়ুর্মদাত্মনোঃ ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **বাম্**—তোমরা দুজনে; **তপ্যতোঃ**—তপস্যা করে; **তীব্রম্**—অতি কঠোর; **তপঃ**—তপস্যা; **পরম-দুষ্করম্**—সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন; **দিব্য-বর্ষ**—দিব্য বৎসর; **সহস্রাণি**—হাজার; **দ্বাদশ**—বারো; **ঈয়ুঃ**—অতিক্রান্ত হয়েছিল; **মৎ-আত্মনোঃ**—আমার চেতনায় মগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে তোমরা আমার চেতনায় (কৃষ্ণভাবনায়) মগ্ন হয়ে বারো হাজার দিব্য বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলে।

শ্লোক ৩৭-৩৮

তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে ।
তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রাদুরাসং বরদরাড্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া ।
ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ ॥ ৩৮ ॥

তদা—তখন (বারো হাজার দিব্য বৎসর অতিক্রান্ত হলে); **বাম্**—তোমাদের দুজনের প্রতি; **পরিতুষ্টঃ অহম্**—আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলাম; **অমুনা**—এই; **বপুষা**—কৃষ্ণরূপে; **অনঘে**—হে নিষ্পাপ মাতা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **নিত্যম্**—নিরন্তর যুক্ত হয়ে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **চ**—ও; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ভাবিতঃ**—স্থির (সঙ্কল্প সহকারে); **প্রাদুরাসম্**—(এইভাবে) তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলাম; **বর-দ-রাট্**—শ্রেষ্ঠ বরদাতা; **যুবয়োঃ**—তোমাদের দুজনের; **কাম-দিষ্টয়া**—বাসনা পূর্ণ করার জন্য; **ব্রিয়তাম্**—তোমাদের মনের কথা ব্যক্ত করতে বলেছিলাম; **বরঃ**—বরদানের জন্য; **ইতি উক্তে**—এইভাবে যখন তোমাদের অনুরোধ করা হয়েছিল; **মাদৃশঃ**—ঠিক আমার মতো; **বাম্**—তোমাদের দুজনের; **বৃতঃ**—প্রার্থিত; **সুতঃ**—তোমাদের পুত্ররূপে (তোমরা ঠিক আমার মতো পুত্র কামনা করেছিলে)।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ মাতা দেবকী! নিরন্তর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে হৃদয়ে আমার কথা চিন্তা করে কঠোর তপস্যায় সেই বারো হাজার দিব্য বৎসর অতিক্রান্ত হলে, আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলাম। যেহেতু আমি শ্রেষ্ঠ বরদাতা,

তাই এই কৃষ্ণরূপে তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তোমাদের বাসনা অনুসারে আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলাম। তোমরা তখন ঠিক আমার মতো পুত্র লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে।

তাৎপর্য

পৃথিবীবাসীদের কাছে বারো হাজার দিব্য বৎসর অতি দীর্ঘকাল বলে মনে হলেও স্বর্গলোকের অধিবাসীদের কাছে তা খুব একটি দীর্ঘকাল নয়। সুতপা ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র, এবং *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) আমরা জানতে পেরেছি যে, ব্রহ্মার একদিন আমাদের গণনা অনুসারে কোটি কোটি বৎসর (*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*)। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের মতো পুত্র লাভ করতে হলে অবশ্যই এই প্রকার কঠোর তপস্যা করতে হবে। আমরা যদি চাই যে, ভগবান এই জড় জগতে আমাদের মধ্যে প্রকট হোন, তা হলে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন, কিন্তু আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে চাই (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*), তা হলে আমাদের কেবল ভগবানকে জানতে হবে এবং ভগবানকে ভালবাসতে হবে। ভগবৎ-প্রেমের মাধ্যমেই কেবল আমরা অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাতে পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ঘোষণা করেছেন, *প্রেমা পুমর্থো মহান্*—ভগবৎ-প্রেমই জীবনের পরম পুরুষার্থ।

আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করেছি যে, ভগবানের আরাধনার তিনটি স্তর রয়েছে—*জ্ঞান, জ্ঞানময়ী* এবং *রতি* বা প্রেম। সুতপা এবং তাঁর পত্নী পৃশ্নি পূর্ণজ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁদের ভক্তি শুরু করেছিলেন। ক্রমশ তাঁদের ভগবৎ-প্রেম বিকশিত হয়েছিল, এবং সেই প্রেম যখন পরিপক্ক হয়েছিল, তখন বিষ্ণুরূপে ভগবান তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যদিও দেবকী তখন তাঁকে কৃষ্ণরূপ পরিগ্রহ করতে অনুরোধ করেছিলেন। ভগবানকে আরও গভীরভাবে ভালবাসার জন্য আমরা শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীরামচন্দ্রের রূপ কামনা করি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিশেষভাবে প্রেমের সম্পর্কে যুক্ত হওয়া যায়।

এই যুগে আমরা সকলেই অত্যন্ত অধঃপতিত, কিন্তু ভগবান আমাদের কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে *মহাবদান্যায়* বা সব চাইতে উদার দাতা বলে

বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি এত সহজে শ্রীকৃষ্ণকে দান করেছেন যে, কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমাদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই দানের সদ্ব্যবহার করা। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে হৃদয় যখন সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয় (*চেতোদর্পণমার্জনম্*), তখন আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারব যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র প্রেমাস্পদ (*কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ*)।

তাই, হাজার হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করার কোন প্রয়োজন নেই; কেবল কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে হয় তা জেনে সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া দরকার (*সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*)। তখন অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। কোন জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানকে পুত্ররূপে বা অন্য কোনরূপে এখানে না এনে, আমরা যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি, তা হলে ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক প্রকাশিত হবে এবং সেই নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে আমরা তাঁর সেবায় যুক্ত হতে পারি। হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তনের দ্বারা আমরা ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিকশিত করতে পারি এবং তার ফলে স্বরূপসিদ্ধি লাভ করতে পারি। আমাদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মহাবদান্য দানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন, *পতিতপাবনহেতু তব অবতার*—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের মতো অধঃপতিত জীবদের কৃষ্ণপ্রেম দান করে উদ্ধার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবানের এই মহাদানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৩৯

অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী ।
ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ দেবমায়য়া ॥ ৩৯ ॥

অজুষ্ট-গ্রাম্য-বিষয়ৌ—মৈথুনধর্ম এবং আমার মতো সন্তান উৎপাদন করার জন্য; **অনপত্যৌ**—সন্তানহীন হওয়ার ফলে; **চ**—ও; **দম্পতী**—পতি এবং পত্নী উভয়ে; **ন**—কখনই না; **বব্রাথে**—(অন্য কোন বর) প্রার্থনা করেছিলে; **অপবর্গম্**—এই জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; **মে**—আমার থেকে; **মোহিতৌ**—অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে; **দেব-মায়য়া**—আমার প্রতি দিব্য প্রেমের দ্বারা (আমাকে তোমাদের পুত্ররূপে আকাঙ্ক্ষা করে)।

অনুবাদ

তোমরা, নিঃসন্তান দম্পতি মৈথুনধর্মে আকৃষ্ট হয়ে দেবমায়ার প্রভাবে আমার প্রতি চিন্ময় প্রেমবশত আমাকে তোমাদের পুত্ররূপে আকাঙ্ক্ষা করেছিলে। তাই তোমরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করনি।

তাৎপর্য

সুতপা এবং পৃশ্নির সময় থেকেই বসুদেব ও দেবকী দম্পতি ছিলেন, এবং ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য পতি এবং পত্নীরূপে থাকতে চেয়েছিলেন। এই অনুরাগ দেবমায়ার প্রভাবে উৎপন্ন হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে স্নেহ করা বৈদিক বিধির অন্তর্গত। বসুদেব এবং দেবকী ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা করেননি, এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ গৃহস্থের মতো মৈথুনধর্ম পরায়ণ হয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। যদিও সেটি ছিল চিন্ময় শক্তির আদান-প্রদান, তবুও তাঁদের এই বাসনা দাম্পত্য জীবনের মৈথুন-ধর্মের প্রতি আসক্তির মতো বলে মনে হয়েছিল। কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলে এই প্রকার বাসনা পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তীব্র ভগবৎ-প্রেমের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১১/৮)

কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই নিষ্কিঞ্চন হতে হবে—সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই, ভগবান এখানে এসে আমাদের পুত্র হোন, সেই বাসনার পরিবর্তে, সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*) এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে সর্বশক্তিমান ভগবান! আমি ধন সঞ্চয় করতে চাই না, সুন্দরী রমণী কামনা

করি না, এবং অনেক অনুগামীও কামনা করি না। আমি কেবল জন্ম-জন্মান্তরে আপনার অহৈতুকী ভক্তি কামনা করি।" কখনই ভগবানের কাছে জড়-জাগতিক বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

গতে ময়ি যুবাং লব্ধ্বা বরং মৎসদৃশং সুতম্ ।
গ্রাম্যান্ ভোগানভুঞ্জাথাং যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ ॥ ৪০ ॥

গতে ময়ি—আমি প্রস্থান করার পর; **যুবাম্**—তোমরা দুজনে (পতি এবং পত্নী); **লব্ধ্বা**—প্রাপ্ত হয়ে; **বরম্**—(পুত্র লাভের) বর; **মৎ-সদৃশম্**—ঠিক আমার মতো; **সুতম্**—একটি পুত্র; **গ্রাম্যান্ ভোগান্**—মৈথুনধর্ম; **অভুঞ্জাথাম্**—ভোগ করেছিলে; **যুবাম্**—তোমরা উভয়ে; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত হয়ে; **মনোরথৌ**—বাঞ্ছিত ফল।

অনুবাদ

আমি চলে যাওয়ার পর, সেই বর প্রাপ্ত হয়ে তোমরা আমার মতো পুত্র লাভের জন্য মৈথুনধর্ম আচরণ করেছিলে এবং আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করেছিলাম।

তাৎপর্য

অমরকোষ অভিধান অনুসারে, মৈথুন-জীবনকে *গ্রাম্যধর্ম* বা জড়-জাগতিক বাসনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে এই *গ্রাম্যধর্মের* খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কারও যদি আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনরূপ জড় সুখভোগের প্রতি একটুও আসক্তি থাকে, তা হলে তিনি নিষ্কিঞ্চন নন। কিন্তু মানুষের নিষ্কিঞ্চন হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাই মৈথুনধর্ম উপভোগ করার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মতো পুত্র উৎপাদন করার বাসনা থেকেও মুক্ত হওয়া উচিত। এই শ্লোকে পরোক্ষভাবে সেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্লোক ৪১

অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্যগুণৈঃ সমম্ ।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪১ ॥

অদৃষ্ট্বা—না খুঁজে পেয়ে; **অন্যতমম্**—অন্য কেউ; **লোকে**—এই পৃথিবীতে; **শীল-ঔদার্য-গুণৈঃ**—সচ্চরিত্র এবং ঔদার্য প্রভৃতি দিব্য গুণ সমন্বিত; **সমম্**—তোমাদের মতো; **অহম্**—আমি; **সুতঃ**—পুত্র; **বাম্**—তোমাদের দুজনের; **অভবম্**—হয়েছি; **পৃশ্নিগর্ভঃ**—পৃশ্নি থেকে উৎপন্ন; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

ইহলোকে তোমাদের মতো সচ্চরিত্র এবং সরলতা প্রভৃতি গুণ সমন্বিত অন্য কাউকে না পেয়ে, আমি পৃশ্নিগর্ভ নামে তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

তাৎপর্য

ত্রেতাযুগে ভগবান পৃশ্নিগর্ভরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*পৃশ্নিগর্ভ ইতি সোঽয়ং ত্রেতাযুগাবতারো লক্ষ্যতে।*

শ্লোক ৪২

তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ ॥ ৪২ ॥

তয়োঃ—তোমাদের দুজনের; **বাম্**—তোমাদের উভয়ের; **পুনঃ এব**—পুনরায়; **অহম্**—আমি; **অদিত্যাম্**—অদিতির গর্ভে; **আস**—আবির্ভূত হয়েছিলাম; **কশ্যপাৎ**—কশ্যপ মুনির বীর্য থেকে; **উপেন্দ্রঃ**—উপেন্দ্র নামক; **ইতি**—এই প্রকার; **বিখ্যাতঃ**—সুপ্রসিদ্ধ; **বামনত্বাৎ চ**—এবং খর্বাকৃতি হওয়ার ফলে; **বামনঃ**—আমি বামন নামে বিখ্যাত হয়েছিলাম।

অনুবাদ

পরবর্তী যুগে যখন তোমরা পুনরায় অদিতি এবং কশ্যপরূপে আবির্ভূত হয়েছিলে, তখন আমি তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার নাম হয়েছিল উপেন্দ্র, এবং খর্বাকৃতি হওয়ার ফলে আমি বামন নামেও বিখ্যাত হয়েছিলাম।

শ্লোক ৪৩

তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাম্ ।
জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি ॥ ৪৩ ॥

তৃতীয়ে—তৃতীয় বার; **অস্মিন্ ভবে**—এই জন্মে (কৃষ্ণরূপে); **অহম্**—আমি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তেন**—সেই ব্যক্তির দ্বারা; **এব**—এইভাবে; **বপুষা**—রূপের দ্বারা; **অথ**—যেমন; **বাম্**—তোমাদের দুজনের; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তয়োঃ**—তোমাদের দুজনের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সত্যম্**—সত্য বলে মনে করে; **মে**—আমার; **ব্যাহৃতম্**—বাক্য; **সতি**—হে সতী।

অনুবাদ

হে সতী! সেই আমিই এখন তৃতীয়বার তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার এই বাক্য সত্য বলে জানবে।

তাৎপর্য

ভগবান বার বার জন্মগ্রহণ করার জন্য মাতা এবং পিতা মনোনয়ন করেন। ভগবান প্রথমে সুতপা ও পৃশ্নি থেকে, তারপর কশ্যপ ও অদিতি থেকে, এবং তারপর সেই পিতা ও মাতা বসুদেব ও দেবকী থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভগবান বলেছেন, "অন্য জন্মেও তোমাদের সঙ্গে আমার শাশ্বত প্রেমের আদান-প্রদানের নিমিত্ত তোমাদের পুত্র হওয়ার জন্য আমি এক সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করেছিলাম।" শ্রীল জীব গোস্বামী *কৃষ্ণসন্দর্ভের* ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদে এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সাঁইত্রিশ শ্লোকে যে *অমুনা বপুষা* এই কথাটির উল্লেখ আছে, তার অর্থ 'এই দেহের দ্বারা'। পক্ষান্তরে, ভগবান দেবকীকে বলেছেন, "এইবার আমি আমার কৃষ্ণস্বরূপে আবির্ভূত হয়েছি।" শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, অন্যান্য রূপগুলি ছিল ভগবানের অংশ, কিন্তু পৃশ্নি এবং সুতপার গভীর প্রেমের প্রভাবে ভগবান তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্যসহ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে দেবকী এবং বসুদেব থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। এই শ্লোকে ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন, "আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপে আমার পূর্ণ ঐশ্বর্যসহ আমি আবির্ভূত হয়েছি।" এটিই এখানে *তেনৈব বপুষা* শব্দ দুটির তাৎপর্য। ভগবান যখন পৃশ্নিগর্ভের জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি *তেনৈব বপুষা* বলেননি, কিন্তু দেবকীকে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, তৃতীয় জন্মে তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর অংশরূপে নয়। পৃশ্নিগর্ভ এবং বামন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কিন্তু তৃতীয় জন্মে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। এটিই *শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে* শ্রীল জীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা।

শ্লোক ৪৪

এতদ্ বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে ।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে ॥ ৪৪ ॥

এতৎ—এই বিষ্ণুরূপ; **বাম্**—তোমাদের দুজনকে; **দর্শিতম্**—প্রদর্শিত হয়েছে; **রূপম্**—আমার চতুর্ভুজ ভগবান রূপ; **প্রাক্-জন্ম**—আমার পূর্ব জন্মের; **স্মরণায়**—তোমাদের স্মরণ করানোর জন্য; **মে**—আমার; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্যথা; **মৎ-ভবম্**—বিষ্ণুর আবির্ভাব; **জ্ঞানম্**—এই দিব্যজ্ঞান; **মর্ত্য-লিঙ্গেন**—মানব শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করার দ্বারা; **জায়তে**—উৎপন্ন হয়।

অনুবাদ

আমার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করাবার জন্যই আমি তোমাদের এই বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন করিয়েছি। তা না হলে, আমি যদি একটি সাধারণ নরশিশুরূপে আবির্ভূত হতাম, তবে তোমরা বিশ্বাস করতে না যে, শ্রীবিষ্ণুই তোমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুই যে তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই কথা দেবকীকে মনে করিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই মনে করে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে, যদি তাঁর প্রতিবেশীরা শোনেন যে, শ্রীবিষ্ণু তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তা হলে তাঁরা তা বিশ্বাস করবেন না। তাই তিনি চেয়েছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেন একটি নরশিশুরূপে নিজেকে রূপান্তরিত করেন। ভগবানও এই মনে করে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে, তিনি যদি একজন সাধারণ শিশুরূপে আবির্ভূত হন, তা হলে দেবকী বিশ্বাস করবেন না যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এমনই ভাবের আদান-প্রদান হয়। ভগবান তাঁর ভক্তের সঙ্গে ঠিক একজন মানুষের মতো আচরণ করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান একজন সাধারণ মানুষ, যে কথা অভক্ত নাস্তিকেরা মনে করে। (*অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। ভক্তরা যে কোন পরিস্থিতিতেই ভগবানকে চিনতে পারেন। এটিই ভক্ত এবং অভক্তের পার্থক্য। ভগবান বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু*—"তোমার মনকে সর্বদা আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমার

ভক্ত হও, আমাকে প্রণতি নিবেদন কর এবং আমার পূজা কর।" অভক্তরা বিশ্বাস করতে পারে না যে, কেবল একজনের কথা চিন্তা করে মানুষ এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তা বাস্তব সত্য। ভগবান একজন মানুষরূপে আসেন, এবং কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে প্রেমভক্তির দ্বারা যুক্ত হন, তা হলে তিনি অবশ্যই চিৎ-জগতে উন্নীত হন।

শ্লোক ৪৫

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্‌গতিং পরাম্ ॥ ৪৫ ॥

যুবাম্—তোমরা দুজনে (পতি এবং পত্নী); **মাম্**—আমাকে; **পুত্র-ভাবেন**—তোমাদের পুত্ররূপে; **ব্রহ্ম-ভাবেন**—আমাকে ভগবানরূপে জেনে; **চ**—এবং; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **চিন্তয়ন্তৌ**—এইভাবে চিন্তা করে; **কৃত-স্নেহৌ**—স্নেহ এবং প্রীতিপূর্বক আচরণ করে; **যাস্যেথে**—উভয়েই প্রাপ্ত হবে; **মৎ-গতিম্**—আমার পরম ধাম; **পরাম্**—এই জড়া প্রকৃতির অতীত।

অনুবাদ

তোমরা উভয়েই তোমাদের পুত্ররূপে নিরন্তর আমার কথা চিন্তা কর, কিন্তু তোমরা জান যে, আমি ভগবান। এইভাবে স্নেহপূর্বক নিরন্তর আমার চিন্তা করে তোমরা পরম সিদ্ধি লাভ করবে, অর্থাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত তাঁর পিতা-মাতাকে যে এই উপদেশটি দিয়েছেন, তা বিশেষ করে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য, যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী। অভক্তদের মতো, ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে কখনই মনে করা উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁর উপদেশ রেখে গেছেন, কিন্তু মূর্খ পাষণ্ডীরা দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে এবং তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য *ভগবদ্‌গীতার* উপদেশকে বিকৃত করে। প্রকৃতপক্ষে, সকলেই প্রায় তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য *ভগবদ্‌গীতার* কদর্থ করছে। আজকাল আধুনিক পণ্ডিত এবং রাজনীতিবিদদের *ভগবদ্‌গীতার* ব্যাখ্যা করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন *ভগবদ্‌গীতা* মানুষের মনগড়া একটি কল্পনা। এইভাবে *ভগবদ্‌গীতার* কদর্থ করে

তারা নিজেদের সর্বনাশ করছে এবং অন্যেরও সর্বনাশ করছে। যে আসুরিক মতবাদ প্রচার করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন কল্পিত পুরুষ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কখনও হয়নি, সব কিছুই সাঙ্কেতিক এবং *ভগবদ্গীতায়* কিছুই সত্য নয়, তার বিরুদ্ধে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সংগ্রাম করছে। সে যাই হোক, কেউ যদি সত্য সত্যই সফল হতে চায়, তা হলে যথাযথভাবে *ভগবদ্গীতা* পাঠ করে তিনি তা লাভ করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *ভগবদ্গীতার* উপদেশের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন—*যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ*। কেউ যদি জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবান যেভাবে *ভগবদ্গীতার* উপদেশ দিয়েছিলেন, তা গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে *ভগবদ্গীতার* বাণী গ্রহণ করার ফলে, সমগ্র মানব-সমাজ সার্থক এবং সুখী হতে পারবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে নিয়ে যাওয়ার পর যেহেতু বসুদেব এবং দেবকী তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন, তাই ভগবান স্বয়ং তাঁদের উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা সর্বদা তাঁর সম্বন্ধে তাঁদের পুত্ররূপে এবং ভগবানরূপে যেন চিন্তা করেন। তার ফলে তাঁরা তাঁর সংস্পর্শে থাকবেন। এগার বছর পর ভগবান তাঁদের পুত্ররূপে আবার মথুরায় ফিরে আসবেন, এবং তাই বিচ্ছেদের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শ্লোক ৪৬

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া ।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি উক্ত্বা**—এইভাবে উপদেশ দিয়ে; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর চিৎ-শক্তির দ্বারা; **পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ**—যখন তাঁর পিতা এবং মাতা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দর্শন করছিলেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **বভূব**—হয়েছিলেন; **প্রাকৃতঃ**—সাধারণ মানুষের মতো; **শিশুঃ**—শিশু।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে তাঁর পিতা-মাতাকে উপদেশ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নীরব হয়েছিলেন। তাঁদের সমক্ষেই তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির

দ্বারা নিজেকে একটি প্রাকৃত শিশুতে রূপান্তরিত করেছিলেন। (অর্থাৎ, তিনি নিজেকে তাঁর আদি স্বরূপে রূপান্তরিত করেছিলেন—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।)

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৬) বলা হয়েছে, *সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া*—ভগবান যা কিছু করেন, তা সবই তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়; তিনি মহামায়ার দ্বারা কোন কিছু করতে কখনও বাধ্য হন না। এটিই ভগবানের সঙ্গে সাধারণ জীবের পার্থক্য। *বেদে* বলা হয়েছে—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/৮)

জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া ভগবানের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং যেহেতু ভগবানের চিৎ শক্তিতে সব কিছুই পূর্ণরূপে বিরাজমান, তাই ভগবান ইচ্ছা করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ তা সম্পাদিত হয়। ভগবান একটি প্রাকৃত শিশু নন, কিন্তু আত্মমায়ার দ্বারা তিনি একটি শিশুবৎ আবির্ভূত হতে পারেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে মনুষ্যরূপে স্বীকার করা কঠিন হতে পারে, কারণ তারা ভুলে গেছে যে, ভগবান তাঁর *আত্মমায়ার* দ্বারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। নাস্তিকেরা বলে, "পরমেশ্বর কিভাবে একজন সাধারণ মানুষের মতো অবতরণ করতে পারে?" এই ধরনের চিন্তাধারা জড় ভাবাপন্ন। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবানের শক্তিকে আমাদের শব্দ এবং মনের অতীত অচিন্ত্য বলে গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা ভগবানকে জানতে পারব না। যারা বিশ্বাস করে না যে, ভগবান নররূপে অবতরণ করতে পারেন এবং একটি শিশুতে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারেন, তারা মূর্খ এবং তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ জড়, অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয় এবং তাই তাঁর মৃত্যুও হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টবিংশতি এবং ঊনত্রিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বর্ণনা করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন, "যখন যদুবংশের সমস্ত সদস্যদের প্রয়াণ হয়েছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণেরও জীবনাবসান হয়েছিল, এবং তখন কেবল সেই বংশে উদ্ধবই জীবিত ছিলেন। তা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল?" তার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর *আত্মমায়ার* দ্বারা যদুবংশ ধ্বংস করেছিলেন, এবং তখন তাঁর নিজের দেহেরও অন্তর্ধানের চিন্তা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল

শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন, ভগবান কিভাবে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সেটি শ্রীকৃষ্ণের দেহের বিনাশ নয়; পক্ষান্তরে, এটি ভগবানের *আত্মমায়ার* দ্বারা তাঁর অন্তর্ধান।

প্রকৃতপক্ষে, ভগবান তাঁর দেহত্যাগ করেন না। তাঁর দেহ নিত্য, কিন্তু তিনি যেমন বিষ্ণুরূপ থেকে একটি সাধারণ মানব-শিশুতে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারেন, তেমনই তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপে তাঁর দেহের পরিবর্তন করতে পারেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি দেহত্যাগ করেছেন। ভগবান তাঁর চিৎ-শক্তির দ্বারা কাঠ অথবা পাথরের তৈরি একটি শরীরে আবির্ভূত হতে পারেন। তিনি তাঁর দেহকে যে কোন কিছুতে পরিবর্তিত করতে পারেন। কারণ সব কিছুই তাঁর শক্তি (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা*—জড় উপাদানগুলি ভগবানের ভিন্ন শক্তি। তিনি যখন নিজেকে আরাধ্য বিগ্রহ অর্চামূর্তিতে রূপান্তরিত করেন, যা আমাদের দৃষ্টিতে কাঠ অথবা পাথর, তা হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ। তাই শাস্ত্রের সাবধানবাণী—*অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতিঃ*। যে ব্যক্তি মনে করে যে, মন্দিরের আরাধ্য বিগ্রহ কাঠ অথবা পাথরের তৈরি, যে ব্যক্তি বৈষ্ণব-গুরুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, অথবা যে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, সে একটি *নারকী*। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হতে পারেন, কিন্তু আমাদের অবশ্য কর্তব্য তত্ত্বত ভগবানকে জানা—*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৪/৯)। সাধু, গুরু এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়, এবং তখন ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে জীবন সার্থক করা যায়।

শ্লোক ৪৭

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ
সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা
যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥ ৪৭ ॥

ততঃ—তারপর; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **শৌরিঃ**—বসুদেব; **ভগবৎ-প্রচোদিতঃ**—ভগবানের নির্দেশে; **সুতম্**—তাঁর পুত্রকে; **সমাদায়**—অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে কোলে গ্রহণ করে; **সঃ**—তিনি; **সূতিকা-গৃহাৎ**—জন্মগৃহ থেকে; **যদা**—যখন; **বহিঃ গন্তুম্**—বাইরে যাওয়ার জন্য; **ইয়েষ**—বাসনা করেছিলেন; **তর্হি**—ঠিক সেই সময়ে; **অজা**—

জন্মরহিতা চিন্ময়ী শক্তি; **যা**—যিনি; **যোগমায়া**—যোগমায়া নামে পরিচিত; **অজনি**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **নন্দ-জায়য়া**—নন্দ মহারাজের পত্নী থেকে।

অনুবাদ

তারপর, ভগবানের অনুপ্রেরণায় বসুদেব যখন নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে সূতিকাগৃহ থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় ভগবানের চিন্ময়ী শক্তি যোগমায়া নন্দ মহারাজের পত্নীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে দেবকীর পুত্র এবং যশোদার পুত্ররূপে তাঁর চিন্ময়ী শক্তি যোগমায়া সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেবকীর পুত্ররূপে তিনি প্রথমে বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং বসুদেব যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ও বাৎসল্য প্রেমে সম্পর্কিত ছিলেন না, তাই তিনি বিষ্ণুরূপে তাঁর পুত্রের আরাধনা করেছিলেন। যশোদা কিন্তু তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানরূপে না জেনেই প্রসন্ন ছিলেন। এটিই যশোদানন্দন এবং দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য। সেই কথা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *হরিবংশের* প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৪৮-৪৯

তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ববৃত্তিষু
দ্বাঃস্থেষু পৌরেষ্বপি শায়িতেষ্বথ ।
দ্বারশ্চ সর্বাঃ পিহিতা দুরত্যয়া
বৃহৎকপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ ॥ ৪৮ ॥
তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে
স্বয়ং ব্যবর্যন্ত যথা তমো রবেঃ ।
ববর্ষ পর্জন্য উপাংশুগর্জিতঃ
শেষোঽন্বগাদ্ বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ ॥ ৪৯ ॥

তয়া—যোগমায়ার প্রভাবে; **হৃত-প্রত্যয়**—সমস্ত অনুভূতি রহিত হয়ে; **সর্ব-বৃত্তিষু**—তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির; **দ্বাঃ-স্থেষু**—সমস্ত দ্বাররক্ষকেরা; **পৌরেষু অপি**—এবং গৃহের সমস্ত সদস্যরা; **শায়িতেষু**—গভীর নিদ্রায় মগ্ন; **অথ**—বসুদেব যখন তাঁর

চিন্ময় পুত্রটিকে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন; **দ্বারঃ চ**—এবং দ্বারগুলি; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **পিহিতাঃ**—নির্মিত; **দুরত্যয়া**—অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠিন; **বৃহৎ-কপাট**—বৃহৎ কপাট; **আয়স-কীল-শৃঙ্খলৈঃ**—লৌহ খিলকযুক্ত শৃঙ্খল; **তাঃ**—সেগুলি; **কৃষ্ণ-বাহে**—শ্রীকৃষ্ণকে বহন করে; **বসুদেবে**—বসুদেব যখন; **আগতে**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **স্বয়ম্**—আপনা থেকেই; **ব্যবর্যন্ত**—উন্মুক্ত হয়েছিল; **যথা**—যেমন; **তমঃ**—অন্ধকার; **রবেঃ**—সূর্যের উদয়ে; **ববর্ষে**—বারিবর্ষণ করেছিল; **পর্জন্যঃ**—আকাশের মেঘ; **উপাংশু-গর্জিতঃ**—মন্দ মন্দ গর্জন সহকারে; **শেষঃ**—অনন্তশেষনাগ; **অন্যগাৎ**—অনুসরণ করেছিলেন; **বারি**—বৃষ্টি; **নিবারয়ন্**—নিবারণ করে; **ফণৈঃ**—তাঁর ফণা বিস্তার করার দ্বারা।

অনুবাদ

যোগমায়ার প্রভাবে সমস্ত দ্বাররক্ষকেরা ইন্দ্রিয়বৃত্তি রহিত হয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল, এবং অন্যান্য পুরবাসীরাও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেন। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়, তেমনই, শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বসুদেব সমাগত হওয়া মাত্রই লৌহ খিলকযুক্ত শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ বিশাল কপাটগুলি আপনা থেকেই উন্মুক্ত হয়েছিল। তখন মেঘ মন্দ মন্দ গর্জন সহকারে বারি বর্ষণ করছিল বলে, ভগবানের অংশ অনন্তশেষনাগ দরজা থেকেই বসুদেব এবং তাঁর চিন্ময় শিশুটিকে সেই বৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর ফণা বিস্তার করে বসুদেবের অনুগমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শেষনাগ ভগবানের অংশ এবং তাঁর কাজ হচ্ছে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ দ্বারা ভগবানের সেবা করা। বসুদেব যখন শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শেষনাগ ভগবানের সেবা করার জন্য এবং স্বল্প বৃষ্টিপাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্ যমানুজা
গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্মিফেনিলা ।
ভয়ানকাবর্তশতাকুলা নদী
মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥ ৫০ ॥

মঘোনি বর্ষতি—ইন্দ্রদেবের বারি বর্ষণের ফলে; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **যম-অনুজা**—যমরাজের কনিষ্ঠা ভগ্নী যমুনা নদী; **গম্ভীর-তোয়-ওঘ**—অতি গভীর জলের; **জব**—বেগের দ্বারা; **ঊর্মি**—তরঙ্গের দ্বারা; **ফেনিলা**—ফেনায় পূর্ণ; **ভয়ানক**—ভয়ঙ্কর; **আবর্ত-শত**—তরঙ্গের আবর্তের দ্বারা; **আকুলা**—বিক্ষুব্ধ; **নদী**—নদী; **মার্গম্**—পথ; **দদৌ**—দিয়েছিল; **সিন্ধুঃ ইব**—সমুদ্রের মতো; **শ্রিয়ঃ পতেঃ**—সীতাদেবীর পতি শ্রীরামচন্দ্রকে।

অনুবাদ

নিরন্তর ইন্দ্রদেবের বর্ষণে যমুনা নদী গভীর জলরাশির বেগজাত তরঙ্গে ফেনিল এবং ভয়ানক আবর্তসমূহে আকুল হয়েছিল। কিন্তু সমুদ্র যেভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সেতুবন্ধন করতে দিয়ে পথ প্রদান করেছিল, যমুনা নদীও সেইভাবে বসুদেবকে নদী পার হওয়ার পথ প্রদান করল।

শ্লোক ৫১

নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্
গোপান্ প্রসুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া ।
সুতং যশোদাশয়নে নিধায় তৎ-
সুতামুপাদায় পুনর্গৃহানগাৎ ॥ ৫১ ॥

নন্দ-ব্রজম্—নন্দ মহারাজের গ্রাম অথবা গৃহ; **শৌরিঃ**—বসুদেব; **উপেত্য**—পৌঁছে; **তত্র**—সেখানে; **তান্**—সমস্ত; **গোপান্**—গোপগণ; **প্রসুপ্তান্**—গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল; **উপলভ্য**—তা বুঝতে পেরে; **নিদ্রয়া**—গভীর নিদ্রায়; **সুতম্**—(বসুদেবের) পুত্রটিকে; **যশোদা-শয়নে**—মা যশোদার শয্যায়; **নিধায়**—স্থাপন করে; **তৎ-সুতাম্**—তাঁর কন্যাটিকে; **উপাদায়**—গ্রহণ করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **গৃহান্**—তাঁর গৃহে; **অগাৎ**—ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজের গৃহে পৌঁছে বসুদেব দেখলেন যে, সমস্ত গোপেরা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তিনি তখন তাঁর পুত্রটিকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করে যোগমায়া-রূপিণী তাঁর কন্যাকে গ্রহণপূর্বক পুনরায় কংসের কারাগারে ফিরে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

বসুদেব ভালভাবেই জানতেন যে, কন্যাটিকে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে আসা মাত্রই কংস তাকে হত্যা করবে; কিন্তু তাঁর নিজের পুত্রটিকে রক্ষা করার জন্য তাঁর বন্ধুর সন্তানটিকে বধ করতে দিতে হয়েছিল। নন্দ মহারাজ ছিলেন বসুদেবের সখা, কিন্তু তাঁর নিজের সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহ এবং আসক্তিবশত তিনি জেনে-শুনে তা করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, নিজের সন্তানকে রক্ষা করার জন্য কেউ যদি অন্যের সন্তানকে উৎসর্গ করে, তা হলে তা দূষণীয় নয়। অধিকন্তু বসুদেবকে নির্দয়তার জন্য দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তিনি যোগমায়ার বশীভূত হয়ে তা করেছিলেন।

শ্লোক ৫২

দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য বসুদেবোঽথ দারিকাম্ ।
প্রতিমুচ্য পদোর্লোহমাস্তে পূর্ববদাবৃতঃ ॥ ৫২ ॥

দেবক্যাঃ—দেবকীর; **শয়নে**—শয্যায়; **ন্যস্য**—স্থাপন করে; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **অথ**—এইভাবে; **দারিকাম্**—কন্যাটিকে; **প্রতিমুচ্য**—পুনরায় বন্ধন করেছিলেন; **পদোঃ লোহম্**—পায়ের লৌহশৃঙ্খল; **আস্তে**—স্থিত; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **আবৃতঃ**—বদ্ধ।

অনুবাদ

বসুদেব সেই কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় স্থাপনপূর্বক তাঁর পায়ে লৌহশৃঙ্খল বন্ধন করে পূর্বের মতো আবদ্ধভাবে অবস্থান করলেন।

শ্লোক ৫৩

যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত ।
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥ ৫৩ ॥

যশোদা—গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদা; **নন্দ-পত্নী**—নন্দ মহারাজের পত্নী; **চ**—ও; **জাতম্**—একটি সন্তানের জন্ম হয়েছিল; **পরম্**—পরম পুরুষ; **অবুধ্যত**—বুঝতে পেরেছিলেন; **ন**—না; **তৎ-লিঙ্গম্**—শিশুটি পুত্র না কন্যা; **পরিশ্রান্তা**—প্রসবের ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত; **নিদ্রয়া**—যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন; **অপগত-স্মৃতিঃ**—চেতনা হারিয়ে।

অনুবাদ

প্রসববশত পরিশ্রান্তা যশোদাদেবী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর পুত্র হয়েছিল, না কন্যা হয়েছিল।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ এবং বসুদেব ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু, এবং তাঁদের পত্নী যশোদা ও দেবকীও তাই পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁদের নাম ভিন্ন হলেও তাঁরা বস্তুতপক্ষে অভিন্ন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য ছিল যে, দেবকী জানতেন ভগবান তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এখন শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছেন, কিন্তু যশোদা বুঝতে পারেননি তাঁর পুত্র হয়েছিল, না কন্যা হয়েছিল। যশোদা ছিলেন এতই উন্নত ভক্ত যে, তিনি কখনও কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁকে তাঁর নিজের পুত্ররূপে ভালবেসেছিলেন। দেবকী কিন্তু প্রথম থেকেই জানতেন যে, কৃষ্ণ তাঁর পুত্র হলেও পরমেশ্বর ভগবান। বৃন্দাবনে কেউই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করেন না। কৃষ্ণ যখন কোন অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করেন, তখন গোপ, গোপী, গোপবালক, নন্দ মহারাজ, যশোদা আদি সমস্ত ব্রজবাসীরা অত্যন্ত বিস্মিত হন, কিন্তু তাঁরা কখনও মনে করেন না যে, তাঁদের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান। কখনও কখনও তাঁরা বলেন যে, হয়ত কোন মহান দেবতা কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ভক্তির এই চরম অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যে কে, তা ভক্ত ভুলে যান এবং ভগবানের স্থিতি বুঝতে না পেরে, তাঁর প্রতি গভীর প্রেমে আসক্ত হন। একে বলা হয় *কেবল-ভক্তি* এবং তা জ্ঞান ও জ্ঞানময়ী ভক্তি থেকে ভিন্ন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।